



Meet Our Magazine Design Team



Santayan Paul
Editor in Chief



Trina Bhattacharyya
Creative Director



Tithi Bhattacharyya
Design Director



Eva Lahiri
Art Director



Anup Majumder
Production Manager





2026 Schedule

Friday 10/23

6:00–7:30 PM Dinner Box Distribution

7:00 PM Somlata and the Aces – Live Concert

Saturday 10/24

Morning Puja 9:30 AM–12:30 PM

Anjali / Arati 12:00 / 12:30 PM

Lunch – Kids / Adults 1:00 / 1:15 PM

Cultural Program 3:55 PM

Snacks – Kids / Adults 4:00 / 4:15 PM

Evening Puja & Bhog Distribution 5:00–6:00 PM

Cultural Program 6:00 PM

Dinner – Kids / Adults 7:45 / 8:00 PM

Sunday 10/25

10:30 AM–12:00 PM Morning Puja &
Prasad Distribution

11:30 / 11:45 AM Anjali / Arati

12:30 PM Boron & Sindur Khela

1:00 / 1:15 PM Lunch – Kids / Adults

Message from the *Chairperson*



Bijit Bhaduri

It gives me immense pride and happiness to welcome you to Prayas Durga Puja 2026 as we celebrate 15 wonderful years of Prayas — The Progressive Bengali Association of Greater Columbus, Ohio.

Over the past fifteen years, Prayas has grown beyond a cultural association into a home away from home, bringing families together through our shared Bengali heritage, traditions, friendships, and commitment to community service.

Our mission extends beyond festivals and celebrations. Through the Prayas Youth Club, we inspire young people to develop leadership, teamwork, cultural awareness, and a spirit of service. The Prayas Wellness Initiative promotes well-being and healthy living, while the Prayas Senior Club fosters meaningful connections and celebrates the wisdom and contributions of our seniors.

Community service is at the heart of Prayas. Through volunteering initiatives supporting organizations such as Ronald McDonald House, Dublin Food Pantry, and Asha for Education's 4K events, we encourage our members, families, and youth to give back and make a positive difference in the wider community. These efforts reflect our belief that true community spirit lies in serving others with compassion and generosity.

Our cultural festivities keep our traditions alive throughout the year. From Mahalaya, heralding the arrival of Maa Durga, to Saraswati Puja, Boishakhi, picnics, music, dance, and our much-anticipated Durga Puja, every gathering strengthens our bonds and creates lasting memories for future generations.

As we celebrate this milestone, I extend my heartfelt gratitude to our founding members, past and present Board of Directors, committee members, sponsors, performers, volunteers, and every Prayas family. Your dedication and support have made these fifteen years of growth and togetherness possible.

Looking ahead, let us continue to build an inclusive and vibrant Prayas that nurtures our youth, supports our seniors, promotes wellness, preserves our cultural heritage, and expands our community outreach.

May Maa Durga bless every family with peace, happiness, good health, and prosperity. May our fifteenth anniversary celebrate not only our journey so far, but also the promise of an even brighter future.

Happy Durga Puja 2026, and congratulations to the entire Prayas family on 15 years of culture, community, and compassion!

With warm regards,
Bijit Bhaduri

The Chairperson

Prayas — The Progressive Bengali Association of Greater Columbus, Ohio
www.prayas columbus.org



2026 Board of Directors



Bijit Bhaduri
Chairperson



Soumya Mitra
Vice Chairperson



Swati Datta
General Secretary



**Sanghamitra
Bhattacharyya**
Treasurer



Santayan Paul
IS Director



Illina Sarkar
*Director Of
Cultural Affairs*



Mahua Dasgupta
*Director Of Food and
Community Outreach*



PRAYAS
Columbus, Ohio
Bringing Community Together

PRAYAS
The Progressive Bengali Association
of Greater Columbus, Ohio



শারদীয়ার
শুভেচ্ছা

Faith
Culture
Community
Together

DURGA PUJA 2026

Oct 23 – Oct 25, 2026
Join us for Puja, Cultural Programs,
Food and Community Celebration!



LIVE IN CONCERT

**SOMLATA
AND THE ACES**



Date
Oct 23rd, 2026



Time
7 pm onwards



Venue
Mifflin High School



Address
3245 Oak Spring St,
Columbus, OH 43219



For Durga Puja / Concert tickets, Visit
<https://prayascolumbus.org>



DURGA PUJA TOUR 2026



Celebrating 15 years



Date
Oct 23rd, 2026



Venue
Mifflin High School



Address
**3245 Oak Spring St,
Columbus, OH 43219**



Time
7 pm onwards



For Durga Puja / Concert tickets, Visit
<https://prayascolumbus.org>

SOMLATA AND THE ACES

**PRAYAS- THE PROGRESSIVE BENGALI ASSOCIATION
OF GREATER COLUMBUS, OHIO**

শারদ স্মৃতি



ওরে, যার ভরে তোর কাঁদে রে প্রাণ, সেই তো ভগবান।
মন্দিরে তুই খুঁজিস মিছে, দেখা না খুঁজে প্রাণ – সেই তো ভগবান।

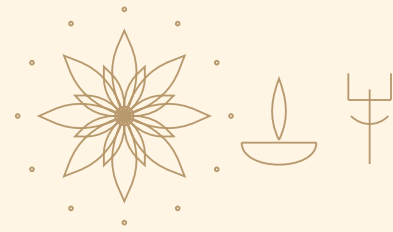
Best Wishes

• Sipra, Moon, Dhron and Rikash, 2026

Contents

শারদীয়া ২০২৬ · PRAYAS

Stories, essays, heritage, travel, poetry,
quizzes, and young imagination.



01

Community & Memory

1-4

প্রয়াসের ১৫ বছর
Indira Bhattacharya

05

Travel & Reflection

25-30

নীল গম্বুজের সামনে
Susobhan Karan

02

Bengali Fiction

5-11

পূজার চতুর্থ দিন · Santayan Paul
বিচার · Tamal Krishna Dey

06

Ramayan Quiz

31-34

50 questions
Answers on a separate page

03

Stories & Poetry

12-17

Rides Worth Remembering — a Revelation
Amiya Ghosh

07

Young Artists & Poetry

35-42

Children's gallery

04

History & Heritage

18-24

Development of Writing Materials
Anup & Sarmila Majumder

08

Personal Greetings & Best Wishes

43-72

Community greetings from Prayas
families & friends

09

Corporate Partners

73-87

Midwest Water · Birdie Brennan Closets · Carter Real Estate · Anga Kala Kathak
Whitney Mediation · Central Ohio Dental · Awadh · Lavash Cafe
Clove Indian Bistro · Bhavani Cash & Carry · India Grocers



Prayas · Durga Puja 2026

01

SECTION

Community & Memory

History, belonging, and the stories that hold a community together

PRAYAS • DURGA PUJA 2026



প্রয়াসের ১৫ বছর

ইন্দ্রিা ভট্টাচার্য



প্রথম মিটিং হয়েছিল কৌশিক ও সুস্মিতার বাড়িতে। আজ ১৫ বছরের ইতিহাস মনে করতে বসে প্রথমেই মনে হচ্ছে তাঁদের কথা, যাঁদের নিয়ে প্রয়াস প্রথম শুরু করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে কত জনকে আমরা হারিয়েছি তাঁদের জন্য রইল অফুরন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালোবাসা!

চন্দ্রকান্তদার সেদিনের সেই কথাটা আজও যেন কানের মধ্যে বাজছে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন তো?” উত্তরে শুনেছিলাম, “আরে ভাই, তোমাদের ছেড়ে যাব কোথায়?”

বলেছিলাম, “ঠাকুরের জন্য চাঁদা দিতে হবে কিন্তু

উত্তর, “আমি তো ভাই অত টাকা দিতে পারব না

বললাম, “আরে না না, ২০, ২৫, ৫০—যা হোক একটা দিলেই হবে

পরের দিনই দেখলাম, আমার মেইলবক্সে একটা মোটা অঙ্কের চেকহাতে যেন চাঁদ পেলাম! সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা, অনুপ, শর্মিলা, জয়ন্ত—সবাইকে ফোন করা শুরু করে দিলাম

দুদিনের মধ্যেই চলে গেলাম পিএনসি ব্যাংকে আমি, সত্যেন, অনুপ এবং অভিজিৎ পাল —যে এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে চন্দ্রকান্তদার সেই চেক দিয়েই খোলা হলো প্রথম “প্রয়াস”-এর অ্যাকাউন্ট

“প্রয়াস”—সত্যিই একটা সুন্দর নাম, যার নামকরণ করেছিল আমাদের শুভজিৎ

এর মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে, অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক হয়েছে কিন্তু “প্রয়াস” তার জায়গা থেকে এক বিন্দুও নড়ে নিসে ঠিক তার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে এটাই আমাদের গর্বের বিষয়

মনে পড়ে সুশান্তদার কথা যিনি নাকি আমাকে প্রত্যেকটা মিটিংয়ে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতেন আর মাঝপথে দাঁড়িয়ে কিনতেন কফিভাবখানা এমন করতেন যেন তাঁকে মিটিংয়ে বিরাট একটা ভাষণ দিতে হবে!

মনে মনে হাসতাম এবং বাড়িতে এসে প্রণবকে বলতাম, “প্রয়াসের জন্য শরীরের শক্তির থেকে বেশি পরিশ্রম করেছেন

তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করত সঙ্গী শিপ্রা

সেই সময় “প্রয়াস” আর্থিকভাবে ছিল খুবই দুর্বল ছুটে গিয়েছিল ত্রোগার, ট্রেডারস জো’—সমস্ত জায়গাতে সুশান্তদা নিজে জোগাড় করে নিয়ে আসতেন বিনা পয়সায় পাওয়া পূজোর ফল, বাচ্চাদের জুস আর আরও অনেক কিছু

একবার ত্রোগার “প্রয়াস”-এর জন্য ২৫ ডলার ডোনেশন দিতে চেয়েছিল কিন্তু শিপ্রা সেটা নেয়নি, ইনসাল্ট ফিল করেছিল আমি আর তন্দ্রা হাসাহাসি করছিলাম বলছিলাম, “শিপ্রা, চেকটা নিলেই পারত! ডোনেশন তো ডোনেশন—যে অ্যাকাউন্টই হোক না কেন

এই রকম ছোট ছোট কত ঘটনাই আছে!

মনে পড়ে জয়া ও সম্মিত বড়ুয়ার কথা যাঁরা প্রয়াস তৈরির সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন

প্রথমবার দুর্গাপূজার সময় আমাদের সকলের ডিনার হয়েছিল সকলের ডোনেশনের মাধ্যমেই সেদিন আমাদের সকলের ডিনারের মাংস ডোনেট করেছিলেন জয়া ও সম্মিত বড়ুয়া

সকলকে আনন্দ দিয়েছিল তাঁদের বিরাট হাসির নাটকযে নাটকে অংশগ্রহণ করেছিল জয়া, উৎপল, শুভজিৎ, মৌমিতা, অলকা এবং আরও অনেকে সেই নাটকটি ভোলার নয়

দুর্গা ঠাকুর আনতে ছুটে গিয়েছিল দুলু—এই জয়া বড়ুয়ার ভাই—এবং অভিজিৎ পাল, নিউ ইয়র্কে

শিপ্রা চ্যাটার্জির চেষ্টায় পুরোহিতও এসেছিলেন নিউ ইয়র্ক থেকেছিলেন আমাদের বাড়িতে সে এক আর এক বিপদ—হাসব না কাঁদব!

তিনি পূজো করতে এসেছেন, কিন্তু কী না—তিনি বিয়ে করবেন, তাঁর জন্য মেয়ে দেখে দিতে হবে! পরে তো তাঁর ফোন এলে আর ধরতাম না

প্রথমবার পূজোর আগে অঞ্জলি এবং গৌতম সমাদ্রার সহযোগিতায় করা হয়েছিল প্রথম “প্রয়াস”-এর ফান্ডরেইজিংসে অনেক কাহিনি

এলো বাপী লাহিড়ী এইটুকু মনে আছে যে বাপীদাকে খুশি করার জন্য ডাক্তার উৎপল তিন দিন হাসপাতাল ভিজিট বন্ধ করেছিলেন

আর কী চায় “প্রয়াস”?

অনিন্দিতা দেওঘরিয়ার প্রচেষ্টায় একবার হয়েছিল বলিউডের ভ্রামায়ে নাটকের সুনাম কলম্বাসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল আর



তখন থেকেই আমরা স্বাভী দত্ত এবং আলো রায়কে বড় শিল্পী হিসেবে জানি

এবার একটা মজার কথা বলি

প্রত্যেক দিন সকালে উঠেই ফোনকে? তৃপ্তি সিনহা

“প্রয়াস”-এর জন্য অ্যাড জোগাড় করতে হবে, টাকা কালেক্ট করতে হবে। রেডি হয়ে বসে আছি। মিল আর বেথেল রোডের সবকটা দোকানে যাব

তৃপ্তির গাড়িতে উঠে দেখি, বিরাট একটা বক্সের মধ্যে বেশ কিছু কনটেনার, তার মধ্যে রসগোল্লা ভর্তি

জিজ্ঞাসা করলাম, “এগুলো কী?”

উত্তর, “ফেরার পথে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব সব নন-বাঙালি বন্ধুদের বাড়ি

দুর্গাপূজার আগের দিন যে আর্টিস্ট আসবে, তার জন্য টিকিট বিক্রি করতে হবে। তাই গিয়ে আগেই রসগোল্লার কৌটো ধরিয়ে দেব সবাইকে

আমি হতভম্ব!

যাই হোক, চললাম ওর সঙ্গে সমস্ত দোকানের তার মধ্যে থেকে দু-একটা কাহিনি লিখছি

গেলাম একটা চাইনিজ স্টোরেসে তৃপ্তির কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। মিলি তৃপ্তিকে বলছে, “নো নো, চিং চুং হং... নো নো, চিং চা চা চিং... ‘প্রয়াস’!”

বাপরে বাপ! ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি! মাঝখান থেকে আমি কিছু চাইনিজ কুকিজ কিনে দোকান থেকে বের হলাম। আমেরিকান দোকানগুলো খানিকটা ভদ্র ছিলো, “Madam how can I help you? মাঝখান থেকে আমি কিছু চাইনিজ ভাষা বলার চেষ্টা করে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছি!

“প্রয়াস”-এর প্রথম পূজো, চারদিকে রমরমা আর পূজো মানেই তন্দ্রার কাজ শুরু এবং উৎপলকে অভিযোগ করা—“কেন এখন হাসপাতালে থেকে তন্দ্রাকে হেল্প না করে?”

সত্যিই তো! নিউ আলবানি থেকে গাছ, কাপেট, থালা-বাসন—সব বয়ে আনা একা ওর পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল

তারপর আবার নারু এবং রসগোল্লা বানানো

শর্মিলা, রুমা পাল এবং কাজরী—এঁদের ছাড়া দই তো ভাবাই যায় না আর সীমা কোনারের সন্দেশ!

ঝুমুর, জয়ন্ত—“আপনা বাজার”—এ মাছের জন্য ছুটাছুটি

পিয়া সকলকে পনিরের রেসিপি দিয়ে চলেছে

সমহিতা, জয়িতা এবং অলোকা বাচ্চাদের মেনু নিয়ে ব্যস্ত

গোপা পায়ের ও পূজোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত

সোমা দাসগুপ্ত এবং মিতা সাহার “কটা ফুলকপি করবো?”—সেই প্রশ্ন!

অভিজিৎ দত্তের চিন্তা, স্বাভীকে যেন বাঁধাকপি না দেওয়া হয়—মাছ, মাংস, কোনো একটা কিছু!

বিদ্যা, হুন্দা, গীতাদি, স্নিগ্ধা রান্নার দিকটা সামলাত, আর পূজোর দিকটাও দেখত

বিদ্যা তো একবার পূজো মন্ডপে এত সকালে গিয়েছিলো যে একটু হলেই পুলিশে ধরত। আর একবার ১৫০ জন লোকের বীনস পোস্ত ক’রে প্রতিজ্ঞা ক’রেছিল জীবনে কোনদিন পোস্ত খাবে না।

মৌমিতার এঁচড়ের ক্যান আর পায়ের নিয়েই সারাদিন কেটে গেল

রীনা সাহা আর কৌশিক মজুমদারের ছেলার ডালও ভোলার নয়

ঠাকুর আনার ধুমঅনুপ, বিশ্বদীপ, সরিৎ, জয়ন্ত, বিশ্বজিৎ, শঙ্খনীল ও সঞ্জয় পাল—সকলেই খুব ব্যস্ত

মা দুর্গা তো তখন প্রতিজ্ঞাই করেছিল যে, সঞ্জয় পালের রথ ছাড়া আমি কারও রথে উঠব না!

ডেকোরেশন?

সেটার জন্য তো শান্তনু লাহিড়ী, সৌম্যজিৎ আর জয়া রায় ছাড়া তখন আর কেউ ছিল না। কাজেই এ দায়িত্ব ওরাই সব সময় পালন করে গেছে। তাছাড়া বাচ্চাদের ব্রাউনি এবং শান্তনু অনেক সময় করেছেন

দেবারতি ও দেবু অত দূরে থেকেও “প্রয়াস”-কে কখনও ছাড়েনি

শুক্রবার রাতে আর্টিস্টের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তৃপ্তি টিকিট বিক্রি করেছে অনেক টিকিট, বিশেষ করে নন-বাঙালিদের টিকিট—সেখানে খাবার ইনক্লুডেড নয়

আমরা কেউ সেটা বুঝতে পারিনি

প্রত্যেকের হাতেই বক্স ধরিয়ে দিয়েছি। ফলে আমিষ বিরিয়ানির বক্স শেষ হয়ে যায় পনির, সিঙ্গারা—এ সমস্ত প্রচুর ছিল। কোনও উপায়ও নেই তখন

একটি ছেলে আমাকে বলল, “ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাটন খাচ্ছে আর আমার বক্সে ভেজিটেবল!”

ছেলেটি আর কিছু বলেনি। আমিও চুপচাপই রইলাম

ওমা! তারপর দেখি আমাদের চণ্ডী বসে আছে

চণ্ডীকে বললাম, “আজ এই সবই খাও, আগামীকাল সব তোমায় পূরণ করে দেব



চণ্ডী তখন খুবই রেগে গেছেআমাকে বলল, “ঠিক আছে, কালকে যখন খাবো, তখনই আজ থেকেই উপোস করে থাকি!”

এই কথার কী উত্তর হতে পারে?

পরের দিনই চণ্ডীর টেবিলে গেলামআমাকে দেখেই বলল, “ইন্দ্রাদি, আজকের খাবার দারুণপ্রচুর খেয়েছি

ভীষণই হাসলামভাবলাম, ছেলেটা বড়ই সিম্পল!

“প্রয়াস” সৃষ্টি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই প্রয়াসে যোগ দিল সমিত এবং মালা বোসবর্তমানে স্যাম বোস নামে পরিচিত

তাদের সম্বন্ধে আমার নতুন করে বলার কিছুই নেইবে এরিয়া ছেড়ে এসে “প্রয়াস”-কে খুবই ভালোবেসে ফেলেছে

“প্রয়াস” একটু করে বড় হয়ে যাচ্ছে

পার্কের বসেই রাইস কুকারে খিচুড়ি রান্না হবেহঠাৎ পাওয়ার অফ হয়ে গেল!

সত্যেন আর আমি ৩০ কাপের দুটো রাইস কুকারে জল ভর্তি করে নিয়ে ভ্যানের ভেতরে তুলে নিয়ে বুমুর-জয়ন্তর বাড়িতে গেলামওখানে বসে খিচুড়ি রান্না হবে

যেন বুমুর-জয়ন্তর বাড়িতে জল পাওয়া যাবে না!

কত যে কাণ্ড!

এরপর ২০১৮-এর “প্রয়াস”-এর পিকনিক!

তমাল প্রেসিডেন্ট, জয়ন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ জয়ন্ত এসে বলল, “ইন্দ্রাদি, আমার এক বন্ধু চেজে জয়েন করেছে, ও পিকনিকে আসবেও শিকাগো থেকে মুভ করেছে, ওয়াশিংটন এখনও আসেনিকিন্তু আমাকে একটু এয়ারপোর্টে যেতে হচ্ছেযদি ওকে আপ্যায়নটা ভালো করে করা হয়, তাহলে ও ‘প্রয়াস’-এই থাকবে

আমি বললাম, “চিন্তা করো না

গেলাম প্রেটে খাবার নিয়ে আপ্যায়ন করতে

প্রথমেই শুনলাম, “আমি এগেটেরিয়ান!”

বাপরে বাপ!

ভেজিটেরিয়ান শুনেছি, কিন্তু কখনও এগেটেরিয়ান শুনিনি!

উত্তরে বললাম, “চিন্তার কোনও কারণ নেইআমি এক্ষুনি রোস্টেড বেগুন নিয়ে আসছি

শিপ্রা চ্যাটার্জি আমার জন্য বেগুন পোড়া নিয়ে এসেছিলসেটা নিয়ে গিয়েই রোস্টেড বেগুন বলে আপ্যায়ন করলাম

সে হচ্ছে আমাদের ভট্টাচার্য মশাই—রানেন ভট্টাচার্য

যাঁদের আমরা হারিয়েছি—সকলের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা

ক্রমশ ভট্টাচার্য পরিবারও “প্রয়াস”-কে ভালোবেসে ফেলল

২০১৯প্রয়াস”-এর প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত সরকার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সরিৎ চক্রবর্তী

“প্রয়াস” তখন অনেকটাই স্টেবল হয়ে গেছে—ফিন্যান্সিয়ালি এবং অন্যদিক থেকেও

প্রচুর ইয়াং আইটি পিপলের সমাগম, শিল্পকলার বৃদ্ধি, প্রচুর হৈ-হল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া

নির্মলদাও প্রচুর হেল্প করার চেষ্টা করেছে

নির্মলদার কमेंট—“যখনই বাড়িতে ঢুকি, তখনই দেখি ক্যাবিনেটের চারদিকে রসগোল্লার ছানা বুলছেকোথাও হাত দেওয়ার উপায় নেই!”

২০২০-এর প্রেসিডেন্ট সরিৎ চক্রবর্তী

এল একটা অকল্পনীয় সময়—“কোভিড

যার ফলে আমরা অনেকে হারিয়ে ফেললাম আমাদের অতি প্রিয়জনকে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনকেসৃষ্টি হলো ভয়

কিন্তু সেই সময়েও “প্রয়াস” চেষ্টা করেছে সকলকে আনন্দ দিতে

জুমের মাধ্যমে পূজো দেখা, খাবারের প্যাকেট বাড়িতে আসা, এমনকি আর্টিস্টদের গান শোনানোও বন্ধ হয়নি

২০১২ সালে সৃষ্টি “প্রয়াস”-এর এই হচ্ছে মোটামুটি ইতিহাস

আর তখন থেকেই সংগ্রহ করে চলেছে আমাদের অনুপ মজুমদার বিভিন্ন রকমের স্ট্যাম্প, কয়েন, ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি এবং নানা রকমের শিল্পকলা—“প্রয়াস”-কে আরও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার জন্য

এই বিভিন্ন রকম শিল্পকলা, ডান্স থেকে পূর্বা এবং ইন্দ্রনীল মজুমদারের পরিবারকে বাদ দিই কী করে! তাঁদের দানও যথেষ্ট

আর একটা পরিবারকে “প্রয়াস” কোনও দিন ভুলতে পারবে না—যাঁদের বাগানের ফুল দিয়ে প্রতি বছর পূজো হতো মা দুর্গারশকুন্তলা এবং দুর্ঘোধন মাস্তুরাজ পরিবার!

আজ ১৫ বছর পরে পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, “প্রয়াস” শুধু একটা সংগঠন নয়এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা, পরিশ্রম, ত্যাগ, বন্ধুত্ব, হাসি-কান্না এবং অগণিত স্মৃতি

কত মানুষ এসেছেন, কত মানুষ চলে গেছেন, কত নতুন মানুষ এসে “প্রয়াস”-কে নিজের করে নিয়েছেন—সব মিলিয়েই আমাদের “প্রয়াস”

এই ১৫ বছরের পথচলায় যাঁরা পাশে ছিলেন, যাঁরা সাহায্য করেছেন, যাঁরা সময় দিয়েছেন, যাঁরা ভালোবেসেছেন এবং

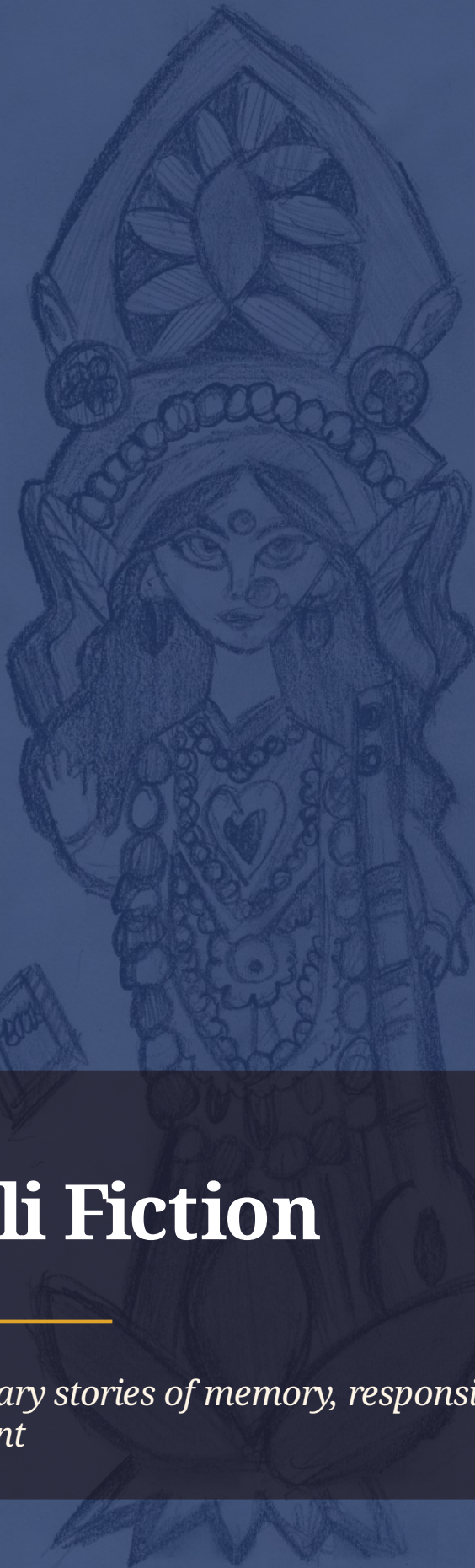
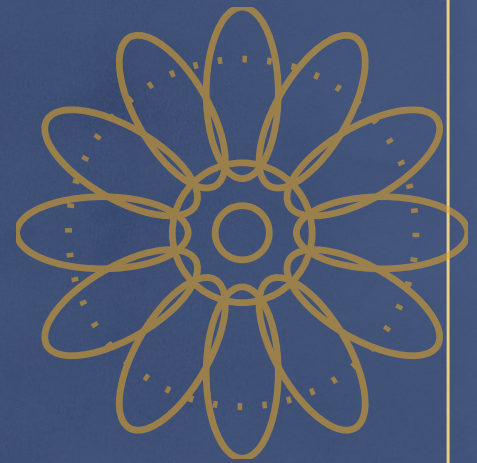
“প্রয়াস” যেন এভাবেই এগিয়ে চলে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের সংস্কৃতি, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাকে সঙ্গে নিয়ে

প্রয়াসের ১৫ বছর—এ আমাদের সকলের গর্ব



02

SECTION



Bengali Fiction

Two contemporary stories of memory, responsibility, and human judgment

PRAYAS • DURGA PUJA 2026

পুজোর চতুর্থ দিন

সান্তায়েন পাল



পাড়ার সবাই বলত, দাদুর মাথাটা একটু গেছে।

নীচের কাকিমা একদিন কলতলায় বলেছিলেন, “বয়সে মানুষ ভুলবেই। তা বলে দশমীর পরেও পুজো থাকে নাকি?”

বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনে আমার রাগ হয়েছিল। দাদু বলেছিল, “রাগ করিস না, তুলী। যাঁরা জানে না, তাঁরা না-জানার মতো কথাই বলবে।”

তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, “দশমীর পরে একটা দিন আছে। পঞ্জিকায় নেই। সেটাই পুজোর চতুর্থ দিন।”

আমি বলেছিলাম, “চতুর্থ দিন কেন? ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী—এগুলো তো পাঁচটা দিন।”

দাদু আমার নাকের ডগায় আঙুল ঠেকিয়েছিল। “ওগুলো মানুষের গোনা দিন। এই দিনটা মায়ের নিজের, তাই তার হিসেবও আলাদা। মা দুর্গা ফেরার আগে দেখে যান—কে দুঃখে এত ব্যস্ত যে তাঁকে দেখতেই পেল না, কোন বাড়িতে আলো জ্বলল না, কার হাতে অঞ্জলির ফুল নেই।”

“তুমি দেখেছ?”

“একবার।”

“কেমন দেখতে?”

দাদুর চোখে তখন কৌতুক আর দুঃখ একসঙ্গে খেলত। বলত, “কখনও জল চান, কখনও সেফটিপিন। কখনও জিজ্ঞেস করেন, ‘এই রাস্তাটা কোন দিকে?’ চেনার উপায় নেই।”

দাদু কথাটা মুদির দোকান, কলতলা, প্যাভেলের সামনে—সবখানেই বলত। বড়রা হেসে মাথা নাড়ত। রিন্টু বলত, “তোর দাদু ভুতুড়ে গল্প বানায়।” আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত, তবু পাশে দাঁড়াতে লজ্জা লাগত। রাতে জানালার ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখতাম—যদি লাল পাড় সাদা শাড়িতে কেউ ভুল পথ জিজ্ঞেস করে।

আমাদের বাড়ি উত্তর কলকাতার এক সরু গলিতে—সবুজ খড়খড়ি, সঁয়াতসঁতে দেওয়াল, উঠোনে টলমল কল। বাবা দুর্গাপুরের কারখানায় থাকে। ফোনে জিজ্ঞেস করে, “পড়াশোনা হচ্ছে?” তারপর বলে, “দাদুকে দে।” ওপাশে সবসময় তাড়াহুড়ো।

মা এত ছোটবেলায় চলে গেছে যে তার গলা মনে নেই। দাদুর আলমারিতে শুধু লাল কাপড়ে মোড়া ছবি। মা হাসছে না; চোখ দিয়ে যেন আমাকে চেনে। দাদু বলত, মা খুব ভালো আলপনা দিত। রাগলে আমিও নাকি মায়ের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে থাকি।

সেই মহালয়া থেকেই দাদু চতুর্থ দিনের প্রস্তুতি শুরু করল। ভাঙা চৌকাঠ ঘষে পুরোনো কৌ টো থেকে সাদা রং বার করল। একসময় সিনেমার পো স্টার আঁকত বলে এমন কৌ টো তার কাছে অনেক ছিল। কাঁপা হাতে আলপনা আঁকল—চারটে পদচিহ্ন, দুটো এদিকে, দুটো ওদিকে।

আমি বললাম, “মা দুর্গা কি ঢুকে আবার বেরিয়ে যাবেন?”

দাদু বলল, “জানি না। কেউ এলে তাকে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে হয়।”

আমার পুরোনো লাল ফিতেটা কেটে সে প্রদীপের সলতে বানাল। ওটা চুলে বাঁধতে পারতাম, কিন্তু দাদুর খুশি দেখে কিছু বলিনি।

প্রতি পুজোয় দাদু আমার জন্য ফুটপাথ থেকে নতুন জামা কিনত। সেই বছর বলল, “এবার একটু সামলে চল, দিদিভাই।” সে কথাটা বলার সময় আমার দিকে তাকাল না; ফাটা বাদামি স্যাভেলদুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। ওষুধ আর বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে আলমারির খো পে কয়েকটা নোট ভুলে রেখেছিল দাদু। নতুন স্যাভেল কেনার কথা ছিল।

আমি বললাম, “আমার পুরোনো নীল ফ্রকটাই আছে।”

দাদু একটু চমকে তাকাল। “কিন্তু অষ্টমীর অঞ্জলি?”

“নীল ফ্রক পরেও অঞ্জলি হয়।”

সে আমার মাথায় হাত রাখল। হাতটা খুব শুকনো, কিন্তু গরম। “হয়। অবশ্যই হয়।”

সেদিন থেকেই আমি টাকা জমাতে শুরু করলাম। মুদির কাকু দু-টাকা ফেরত বেশি দিয়েছিল, আমি বলিনি। দাদুর দেওয়া ফুচকার দশ টাকাও খরচ করিনি। বুবাই আমার পড়ে যাওয়া পাঁচ টাকার কয়েন ভুলে দিলে সেটাও টিনের বাস্কে রাখলাম।

আমার উদ্দেশ্য ছিল একটা মূর্তি কেনা। মনে হত, চতুর্থ দিনে মা দুর্গার জন্য মূর্তি না থাকলে অভদ্রতা হবে। বাড়িতে ছিল শুধু পিতলের লক্ষ্মী-গণেশ আর মায়ের ছবির সামনে শুকনো জবা।



দশমীর দুপুরে কুমোরটুলিতে প্যাভেলে না-যাওয়া ছোট প্রতিমাগুলো সস্তায় বিক্রি হয়।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় গলিটা অন্য শহর হয়ে গেল—বাঁশের তোরণ, পুরোনো গান, ফুচকা আর ধূপের গন্ধ। দাদু সেই ফাটা স্যাভেলে আমাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোল। প্যাভেলের ধারে রিন্টু, ঝুমকি আর বাবাইকে দেখলাম। তিনজনের গায়েই রোজকার জামা—ঝুমকির ফ্রকটা হাঁটুর উপর উঠে গেছে, বাবাইয়ের প্যাণ্টের হাঁটুতে তাল্পি।

অষ্টমীর অঞ্জলিতে দাদু আমার হাতে বেলপাতা দিল। মন্ত্রের মাঝখানে তার ঠোঁট নড়ছিল, শব্দ ছিল না। ভাবলাম, আমার জন্য নতুন ফ্রক চাইছে। খুব খারাপ লাগল। আমার জন্য চাইতে হবে না; আমি তো বড় হচ্ছি।

নবমীর রাতে দাদু অনেকক্ষণ বাইরে ছিল। ফিরে উঠোনের কলে পা ধুচ্ছিল। পায়ে কাদা, গো ডালির কাটা দাগে জমাট রক্ত।

“কো থায় গিয়েছিলে?”

“একটু কাজ ছিল।”

“কী কাজ?”

“দেবীর কাজ।”

দাদু এমন উত্তর দিলেই আমার রাগ হত। দেবীর কাজ বলে কি সব কথা এড়ানো যায়?

দশমীর দুপুরে টিনের বাস্ক নিয়ে বেরোলাম। তাতে একশো সাতচল্লিশ টাকা—আমার রাজকোষ। কুমোরটুলির দোকানগুলো গুটিয়ে আসছিল। এক বুড়ির সামনে তিনটে দুর্গা। একটার অসুরের শিং নেই, আরেকটার কার্তিকের মাথা ভাঙা। তৃতীয়টার দশ হাতই আছে, শুধু একটা আঙুলে চিড়। বাঁকা মুখের সিংহটাকে খুব দুঃখী দেখাচ্ছিল।

“কত?”

“দেড়শো।”

“একশো সাতচল্লিশ।”

বুড়ি হাসল। “তোর সব টাকা?”

আমি মাথা নাড়লাম।

“ঠাকুর রাখবি?”

“পুজোর চতুর্থ দিনের জন্য।”

বুড়ি আর হাসল না। মূর্তিটা কাগজে জড়াতে জড়াতে বলল, “তা হলে নিয়ে যা। গো পন দিন বুঝি?”

মূর্তিটা বুকে চেপে ফিরছিলাম। চারদিকে ঢাক, মাইক, মানুষের হাসি। সব আলো যেন আমার জন্য জ্বলছে। দাদুকে চমকে দেব। সে বলবে, “বলেছিলাম না, মা আসবেন।”

বাড়ি এসে দেখি, দরজা খোলা। কেউ নেই। দাদুর চশমা টেবিলে, কাপে ঠান্ডা চা। মায়ের ছবির সামনে প্রদীপ নিভে গেছে। প্যাভেল, মুদির দোকান, কলতলা, ক্লাবঘর, রিন্টুদের বাড়ি—সবখানে খুঁজলাম। কেউ জানে না।

সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামল। ভিজে রাস্তায় প্যাভেলের আলো কাঁপছিল। গলির মুখে মূর্তি হাতে কাঁদছিলাম। দাদুর কথা সব মিথ্যে। চতুর্থ দিন নেই, মা দুর্গা নেই। কেউ কারও বাড়িতে আসে না; সবাই নিজের বাড়ি ফিরে যায়।

তখন আমি তাকে দেখলাম।

দাদু ধীরে আসছে। মাথায় ভাঙা ছাতা, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। পা খালি, বৃষ্টির কাদায় মাখা।

আমি দৌড়ে গিয়ে বললাম, “তুমি কো থায় ছিলে?”

দাদু একটু অবাক হল। “এই তো, একটু...”

“তো মার স্যাভেল কো থায়?”

সে ব্যাগটা আরেকটু শক্ত করে ধরল। “পথে ছিঁড়ে গেল। মুচির কাছে রেখে এলাম।”

“কাল নেবে?”

দাদু উত্তর দিল না। শুধু বলল, “ঠান্ডা লাগবে, বাড়ি চল।”

বাড়ির দরজায় তিনজোড়া ছোট চটি। ভিতরে রিন্টু, ঝুমকি আর চায়ের দোকানের বাবাই বসে। রিন্টুর গায়ে হলুদ শার্ট, ঝুমকির সবুজ ফ্রক, বাবাইয়ের নীল প্যান্ট। বাবাইয়ের বগলে পাতলা আঁকার খাতা। সস্তা, কিন্তু একদম নতুন। বাবাই খাতাটা দুই হাতে বুকে চেপে রেখেছিল; মলাটে বৃষ্টির জল পড়েনি।

ঝুমকি বলল, “দাদু বলেছিল, তো মার বাড়িতে একবার আসতে।”

“কেন?”

বাবাই নতুন খাতার মলাটে আঙুল বোলাল। “দাদুই জানে।”

দাদু মেঝেতে বসে পা মুছছিল, যেন নতুন জামা পরা বাচ্চাদের এখানে বসে থাকা খুব সাধারণ ব্যাপার। আমি আলমারির খোপের নোটগুলো র কথা মনে করলাম। নতুন স্যাভেল হয়নি; পুরোনোটাও মুচির কাছে। রিন্টুদের জামাগুলো কোথা থেকে এসেছে, বুঝতে বাকি রইল না।



আমি মূর্তিটা টেবিলের উপর নামালাম। কাগজ খুলতে খুলতে আমার আঙুল কাঁপছিল। দাদু তাকাল। তার চোখ বড় হয়ে গেল। খুব আস্তে বলল, “এ কোথা থেকে এল?”

“আমি কিনেছি।”

“টাকা পেলি কোথায়?”

“জমিয়েছিলাম।”

বাইরে বৃষ্টি, ঘরে ভিজ়ে মাটির গন্ধ। কেরোসিনের আলোয় দুঃখী সিংহটা যেন আমাদের কথা শুনছিল। দাদু প্রতিমার কাছে বসল। হাতটা দেবীর মুখের কাছে গিয়েও থেমে গেল, যেন ছুঁলে মাটি নষ্ট হয়ে যাবে।

তারপর সে বলল, “আহা। তা হলে তিনি সত্যিই আসবেন।”

সেই রাতে দাদুর জ্বর এল। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। দাদু বিছানা থেকেই বলল, “আলপনাটা ঠিক করে দিস। মুড়ি, নাড়ু আর জল রাখবি। কেউ জল চাইতে পারে।”

আমি বললাম, “কেউ আসবে না।”

দাদু চোখ বুজে বলল, “তবু রাখ।”

দশমীর পরের সকালটা নিঃশব্দ। মাইক বন্ধ, বাঁশের তোরণ খুলছে লোকজন। রাস্তায় ভেজা সিঁদুর, ছেঁড়া ফুল আর কাগজের থালা। ভেঁরে মূর্তিটাকে চৌকাঠে বসলাম; মুখটা রাস্তার দিকে। পাশে মুড়ি, দুটো নাড়ু আর এক গ্লাস জল। লাল ফিতের সলতে জ্বালিয়ে অপেক্ষা করতে বসলাম।

এক ঘণ্টা গেল। কেউ এল না। আরেক ঘণ্টা গেল। দাদু ঘুমোচ্ছে। একটা কুকুর এসে জল শুঁকে চলে গেল। রোদ চৌকাঠ পেরিয়ে আমার পায়ের কাছে পৌঁছোল।

নিজের উপর, দাদুর উপর, মূর্তিটার উপর রাগ হল। কী বোকা কথা—পূজোর চতুর্থ দিন! মা দুর্গা কি আমাদের ভাঙা বাড়িতে মুড়ি খেতে আসবেন?

আমি উঠে দরজাটা জোরে খুলে দিলাম। ভাবলাম, প্রদীপ নিভিয়ে সব সরিয়ে ফেলব।

দরজায় রিন্টু। পিছনে ঝুমকি আর বাবাই। গতকালের নতুন জামাগুলো ইপরে এসেছে তারা। রিন্টুর শব্দ কলার ঘাড়ে ঠেকছে, ঝুমকি বারবার ফ্রকের ভাঁজ টানছে, বাবাইয়ের নীল প্যান্ট গোড়ালির কাছে জমে আছে। প্রত্যেকের হাতে কিছু—পেয়ারা, গাঁদা ফুল, দুটো পেনসিল,

বিস্কুটের প্যাকেট। তিনজনই এমন করে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন ভিতরে ঢোকার অনুমতি তাদের আগে কখনও মেলেনি।

আমি বললাম, “তোরা এখানে কেন?”

রিন্টু চোখ নামিয়ে বলল, “দাদু বলেছে, মা আসার আগে আসতে।”

ঝুমকি বলল, “আজ নাকি মা দুর্গা সেইসব বাড়িতে যান, যাদের কথা সবাই ভুলে গেছে।”

বাবাই একবার ভিতরের ঘরের দিকে তাকাল। “দাদু খুব অসুস্থ?”

আমি সরে দাঁড়াতেই তারা একে একে ঘরে ঢুকল। কেউ কোথায় বসবে বুঝতে পারছিল না। আমি মুড়ির বাটি তাদের দিকে এগিয়ে দিলাম। ঝুমকি নাড়ু ভেঙে বাবাইকে অর্ধেক দিল; রিন্টু বিস্কুটের প্যাকেট খুলে মাঝখানে রাখল। কেউ মুড়ির পাশে পেয়ারা রাখল, কেউ প্রদীপের সামনে ফুল। বাবাই পেনসিল দুটো প্রতিমার পায়ের কাছে রাখতে গিয়ে তাকে একটু ঘুরিয়ে দিল।

তখন মুখটা আমার দিকে ফিরল।

কালও সেটি ছিল অসম্পূর্ণ—কালো টানা চোখ, রংহীন ঠোঁট। এখন চোখের পাতায় কাজল, কপালে ছোট লাল টিপ, ঠোঁটে মৃদু রং। রেখাগুলো মসৃণ নয়; কোথাও রং একটু ছড়িয়ে গেছে। তবু কে ঠেকেছে বুঝতে দেরি হল না। দাদুর হাত কাঁপে, কিন্তু রং তাকে ভেলে নি।

মুখটা আমার নয়। পুরোপুরি প্রতিমারও নয়। আলমারির ভিতরে লাল কাপড়ে মোড়া বিবর্ণ ছবিতে মায়ের যে মুখ—কমবয়সী, একটু গম্ভীর, চোখে লুকোনো হাসি—ঠিক সেই মুখ।

বাবাই মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি বড় হয়ে দাদুর মতো আঁকব।”

ভেতরের ঘরে দাদু ঘুমোচ্ছিল। তার এক হাত কস্মলের বাইরে, নখের ধারে সামান্য লাল রং। বাচ্চারা নিঃশব্দে তার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রিন্টু পেয়ারাটা বিছানার পাশের টেবিলে রাখল। কেউ তাকে ডাকল না।

আমি ফিরে এসে চৌকাঠের পাশে বসলাম। বৃষ্টিতে ঝাপসা চারটি সাদা পদচিহ্নের ফাঁকে বাচ্চাদের ছোট ছোট চটির দাগ। কোনগুলো বাইরে থেকে ভিতরে এসেছে, কোনগুলো ভিতর থেকে বাইরে যাবে, বোঝা গেল না।

প্রদীপের সলতে ছোট হয়ে এসেছিল। আমি তেল দিলাম। আলোটা আবার উজ্জ্বল হল।

তারপর দরজাটা আর বন্ধ করলাম না।



বিচার

তমাল কৃষ্ণ দে



তন্ময় কিছুতেই মানতে পারছে না যে ওর পেপারটা সামনের কনফারেন্সের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এরকম প্রাত্যাখান যে আগে হয়নি তা নয়। পেপার বাতিল হওয়া নতুন কিছু নয়। সব রিসার্চের ফল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাই হতে পারে। তা বলে এত তীব্র ভাষায় সমালোচনা, যেটাকে কিছুতেই মানা যায় না। তন্ময় ওর কাজের ক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠিত। খ্যাতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করে। নিজের ল্যাভে বেশ কয়েকজন ছাত্র দিনরাত কাজ করে অ্যাডভাইসরের সঙ্গে সমান তালে। ওরা বুঝে পায়না তন্ময় এই বয়সেও এমন কর্মক্ষম, উদ্যোগী থাকে কি করে। সত্যিই তন্ময় ওর কাজ নিয়ে মগ্ন, কাজই ওর ধ্যানজ্ঞান, জীবনের তপস্যা। নিজের সৃষ্টির প্রাত্যাখান এহেন মানুষকে বিচলিত করবে সেটা বলাই বাহুল্য তা সে যতই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত, অভিজ্ঞ হোক। এক্সপেরিমেন্টগুলো আবার নতুন করে কর, নতুন ডেটার উপর চালাও, আমাদের অ্যালগোরিদমের ফল প্রফেসর প্যাক্সটনের গ্রুপের ফলাফলের থেকে অনেকটাই ভাল হতে হবে-- নির্দেশ দিয়েছে তন্ময় ওর ছাত্রদের। প্রতিদিন ল্যাভে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলে কীভাবে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। ডিপার্টমেন্ট থেকে তন্ময় কাজ নিয়ে আসে বাড়িতে। বিরক্ত হয় স্ত্রী ধীরা, বলে বাড়ি ফিরেও সেই তোমার কাজ, একটু কথা বলার ফুরসত নেই। প্রথম প্রথম অভিযোগ তীব্র ছিল। এখন এই পঞ্চাশের কোঠায় এসে সেসব আভিমান অভিযোগ বোঝাবুঝির বৃত্তে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

আজও তন্ময় ফিরেছে আস্থির হয়ে, গত সপ্তাহে এক্সপেরিমেন্টে যে পরিবর্তন করা হয়েছে, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাল কাজ করেছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। তন্ময় জানে, ডেটাসেট গুলো আরও একটু ভাল করে বুঝতে হবে, সৌম্য আর কিরণকে বলেছে আর কি কি করা দরকার। যতক্ষণ না নতুন রেজাল্ট পাওয়া যায়, এই অস্থিরতা থাকবে। অফিস থেকে ফিরে স্বামী-স্ত্রী তে মিলে চা খাওয়ার অভ্যাস। ধীরা জানে এইটুকু সময়ে তন্ময়কে কিছুটা হলেও কাজের বাইরে পাওয়া যায়, পোস্টাল মেইলগুলি ঘাটতে ঘাটতে সে সারাদিনের গল্প বলে।

আজকে সেরকমই কথা বলতে বলতে আটকে গেল তন্ময় একটা খামের চিঠিতে। ফ্রাঙ্কলিন কাউন্টির কোর্ট হাউস থেকে জুরি ডিউটির জন্য সমন এসেছে। আগামী সপ্তাহের বুধবার তন্ময়কে সকাল আটটার মধ্যে মেইন স্ট্রিট আর কোর্ট স্ট্রিট এর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা কোর্ট হাউসে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্ময় একটা ক্রিমিনাল কেসে জুরি ডিউটির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। হাজির হওয়াটা বাধ্যতামূলক। এত লোক

থাকতে ওকেই কেন নির্বাচিত হতে হোল? ভেবে পায়না তন্ময়। প্রচণ্ড রাগ হয় সেই অদৃশ্য আহাম্মক নির্বাচক মণ্ডলীর উপর। ওরা কি জানে না তন্ময় একজন বিখ্যাত স্কলার। যে কাজটা এখন করছে, সেটা কত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকমত ফলাফল মিললে এটা যুগান্তকারী কাজ হতে পারে। তার তুলনায় এই ক্রিমিনাল কেস নির্ণয় তো তুচ্ছ। কিন্তু কিছুই করার নেই। আগেরবার এরকম নির্দেশ যখন এসেছিল এড়িয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস পড়ানর আছিলায়। এবার সেই উপায় নেই। কারণ এই সেমিস্টারে তন্ময় কোন ক্লাস পড়াচ্ছে না। আগামী সপ্তাহের শুক্রবার পেপারটার ডেডলাইন। জুরির কাজ বুধবার থেকে গড়িয়ে বৃহস্পতিবার অবধি যেতে পারে। ব্রাহ্মমুহুর্তে ওর এই অনুপস্থিতিতে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ওর এতদিনের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান কাজটার জন্য ভীষণ দরকার। কি আর করা। সৌম্য আর কিরণকে সব বুঝিয়ে ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।

সকাল সাতটার মধ্যে কোর্ট হাউসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে তন্ময়। ডাউনটাউনে সকালে অফিস যাত্রীর ভিড়। প্রচুর ট্রাফিক হয়। তাই হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছে। দশ মিনিটের পথ কুড়ি মিনিট লাগে। গাড়িটা পার্ক করে হেঁটে চলেছে তন্ময়। দূর থেকে কোর্ট হাউসের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। বেশ প্রাসাদোপম পুর কোর্ট হাউসটা। ঢুকতে হয় সামনের বিশাল সিঁড়ির মেলা পেরিয়ে যা এসে পরে এক গোল পরিসরে। অনেকটা দেশে দেখা বড় দালানবাড়ির উঠানের মত, কিন্তু এই উঠানের ছাদ, দেয়াল নানাভাবে চিত্রিত, অলংকৃত। জুরি ডিউটির দিকনির্গত পথে এগিয়ে চলে তন্ময়। আরও বেশ কিছু লোক তার মতই এগিয়ে চলেছে, মনে হয় এরাও তার মত জুরি হতে চলেছে। অজানা এক আশঙ্কা আর আগ্রহ ঘিরে রেখেছে তন্ময়কে। জুরি হওয়ার আভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন। যদিও বিচার করাটা তার কাছে নতুন নয়। ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন কমিটিতে থাকতে হয়, কনফারেন্স গুলোর পেপার বাছার দায়িত্ব নিতে হয়, ফান্ডের প্যানেলে কোন কাজ আর্থিক সাহায্যের যোগ্য তার নির্ণয় করতে হয়। কিন্তু এসবে অন্যের বিচার থাকলেও তা তাদের কাজের জন্য, শিক্ষায়, গবেষণায় তাদের অবদানের জন্য। মানুষের বিচার সেখানে নেই। উদ্বেগ তাই। কোন ক্রিমিনাল কেস কে জানে।

কোর্টরুমে সামনে এজলাস। একধারে জুরিদের ডেস্ক। আটজন জুরি বসে আছে। তন্ময় বসেছে ডানদিকে একদম শেষের ডেস্কে। অন্যধারে দুই সারি, একদিকে বাদী পক্ষের স্টেট এটর্নি, তার সহযোগী, আর একজন পুলিশ। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষের অভিযুক্ত আসামি রবার্ট, তার এটর্নি ও সহযোগী। আসামির



বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে স্টেট। তন্ময় ও অন্যান্য জুরিদের আসামির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কি অভিযোগ তা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে। বস্তুত এজলাসে বসার আগে ওদের একতরফা জেরা করে ঝাড়াই বাছাই হয়ে গ্যাছে। কেউ আসামিকে চেনে কিনা, কারোর কোন ধার্মিক কিম্বা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা যা তাদের বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। তন্ময় পেরিয়ে এসেছে ওই জেরা, কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে খুব যে খুশী তা নয়। বার বার মনে হচ্ছে ওর কি অধিকার আছে অন্যকে বিচার করার। নিজে পরনিন্দা পরচর্চা পছন্দ করে না ওই একই কারণে। মনে হয় নিজে কি ধোয়া তুলসী যে অন্য মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। কিন্তু আজ তাকে সেটাই করতে হবে যা এতদিন সম্বন্ধে এড়িয়ে গ্যাছে, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ঠিক, ভুলের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

জানুয়ারীর শীত। আগের দিন প্রচণ্ড বরফ পড়েছে। রবার্টের বাড়ির পিছনের লনের সামনের পুকুরটা সাদা হয়ে গ্যাছে। এত ঠাণ্ডায় উপরদিকের জল জমে বরফ। চারিদিক বরফে ঢাকা। ন্যাড়া মেপেল গাছটার ডালগুলো বিন্দু বিন্দু জমা বরফে মুক্তোর মালায় সেজেছে। বাকবাকে রোদ বরফে আছড়ে ঠিকরে পড়েছে চারিদিকে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বেড়িয়ে পরেছে বরফের উপর দিয়ে স্লাইড করার জন্য। ঠাণ্ডায় রবার্টের টানটা বেড়েছে। অনেকদিনের শ্বাসকষ্টের রোগ। প্রতিদিন ওষুধ নিতে হয়। শীতে টানটা যেহেতু বাড়ে, ওষুধের উপর নির্ভরতা আরও তীব্র হয়। সঙ্কটে পড়ে গ্যাছে রবার্ট। খেয়াল করেনি ইনহেলার তলানিতে পৌঁছেছে। ওষুধের দোকান কাছেই, কিন্তু মুশ্কিল হোল ছেলে ক্রিসকে রেখে যায় কোথায়। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়। পিছনের লনে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে বরফের উপর খেলছে। এখন ওকে ওখান থেকে নড়ান ভীষণ কঠিন। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কাটিয়ে গাড়িতে উঠে বসল রবার্ট। কয়েক মিনিটের মামলা। যাবে আর আসবে। ক্রিস বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মেতে ঠিকই থাকবে।

আধ ঘণ্টার ওষুধ কেনা প্রায় এক ঘণ্টায় গড়াল। ফেব্রার পথে পুলিশের ফোন। ক্রিস বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে চলে গিয়েছিল ওই পুকুরের জমান বরফের উপর। সাপ্তাহাতিক অবস্থা। এইরকম জমা বরফের আস্তরণের ফাঁদে পড়ে বেশ কিছু প্রাণহানি হয় প্রতিবছর। সঙ্গে সঙ্গে এক গার্জেন, যে নিজে ফাইয়ার ব্রিগেডে কাজ করে, দড়ি ছুড়ে ক্রিসকে টেনে নিয়ে আসে। ওই ব্যক্তি ওখানে না থাকলে ওই মৃত্যুফাঁদ থেকে ক্রিসকে বাঁচানো অসম্ভব ছিল।

স্টেট এটর্নি সওয়াল করছে, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ইয়োর অনার, রবার্ট তার পাঁচ বছরের ছেলে ক্রিসকে বাড়ীতে একলা রেখে বাইরে চলে গ্যাছে। আধ ঘণ্টার জন্য হলেও ওহিওর স্টেট রুল অনুযায়ী এ এক ক্রিমিনাল অফেন্স। আজ উপরওয়াল কুপা না করলে ক্রিস বেঁচে থাকত না। রবার্ট শুধুমাত্র ওর পিতার দায়িত্ব পালন করেনি তা নয়, ও একটা নাবালক শিশুকে জেনে বুঝে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্টেট ওর পিতৃত্বের

অধিকার খর্ব করে ক্রিসের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ওর মায়ের উপর দিতে আবেদন জানাচ্ছে। আর বাচ্চার জীবন বিপন্ন করার জন্য রবার্টের এক বছরের কারাদণ্ড চাইছে। বিবাদিপক্ষের উকিল যুক্তি দ্যায় যে, রবার্ট জেনে বুঝে ক্রিসের জীবন বিপন্ন করেনি। ও কখনই ভাবতে পারেনি এমন কাণ্ড ঘটবে। তাছাড়া কাছাকাছি অন্যান্য অভিভাবকরা ছিল। রবার্টের অ্যাজমা বেড়ে গিয়েছিল, ওষুধ না আনলে প্রাণ সংশয় হতে পারত। সুতরাং, রবার্টকে ক্রিমিনাল কেস থেকে খালাস করে লঘুদণ্ড দেওয়া হোক।

তন্ময় এটর্নিদের যুক্তি, বক্তব্য শুনছে। মানুষের বিচার তাকে করতেই হবে, তা সে যতই অপছন্দ করুক কিম্বা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুক। কত লোক কত সহজে অন্যকে বিচার করে, তন্ময় কিছুতেই নিজেকে সেখানে নামাতে পারে না, কিন্তু সেই কাদায় আজ তাকে নামতেই হবে। তন্ময় ফিরে যাচ্ছে কয়েক বছর আগে। মা অসুস্থ। সেরিব্রাল স্ট্রোকে কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি করে ছুটে গ্যাছে। এক মাস যমে-ডাক্তারে টানাটানির পর মা ফিরেছে বাড়িতে। কিন্তু বাঁপাসটা প্যারালিসিসে অবশ। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে দুই-তিন মাসে নিয়মিত ফিজিও থেরাপি করে আনেকটাই স্বাভাবিক হবে। সেইমত সব বন্দোবস্ত করেছে তন্ময়। ওকে এবার ফিরতে হবে। ইউনিভার্সিটি এতদিন ছুটি দিতে পারবে না। তাছাড়া ছেলেটার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশান করার ব্যাপার আছে, তন্ময়ের কাছে থাকাটা জরুরি। ভাই মায়ের কাছেই থাকে। অগত্যা ওর কাঁধেই বাকি দায়িত্ব দিয়ে ফিরে এসেছিল তন্ময়। কিছুদিন পর মা প্যারালিসিস থেকে বেরিয়ে এসেছে, দুজন নার্স রয়েছে সকাল বিকাল মিলিয়ে। পুরপুরি আত্মনির্ভর মা আর কোনদিনই হতে পারবে না। সবকিছু আগের মত না হলেও, মায়ের সঙ্গে কথা হয় প্রতিদিন। "তনু, চলে আয়, এখানে এসে আমার সঙ্গে থাক", মায়ের এই কথায় তন্ময়ের বুক উথাল পাথাল করে, কিছু বলতে পারে না। জানে, সংসার, কাজ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, যার থেকে মুক্ত হয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দিনের পর দিন থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু গ্রীষ্মের ছুটি আর শীতের ক্রিস্টমাসের ছুটিতে ও যেতে পারে। তাই-ই করেছে চার বছর ধরে।

মায়ের শরীর ইদানীং বেশ খারাপ। চার বছর আয়া আর নার্সের উপর আছে মা। আগের মতই প্রতিদিন তন্ময় ফোনে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন মা প্রায় বাকরুদ্ধ, তাই কথা ঠিকমত হয় না। তন্ময়ের মনে হয় মা অভিমান করে কথা ঠিকমত বলে না। প্রতিবার ছেড়ে আসার সময়, মায়ের সজল আকৃতি, "তনু আর একটু থেকে যা"। চলে আসার সময় প্রতিবার মনে হয় এই বুঝি শেষ দেখা। জীবনে সবচেয়ে বড় স্নেহের কোলটা এবার বুঝি হারিয়ে যাবে। তবুও আশায় বুক বেঁধে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা নিয়ে চলে আসতে হয়। কিন্তু শেষবার ছিল আরও অন্যরকম। মা এখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। প্রায় জ্ঞানহীন। চোখ বন্ধ। বাড়িতেই নার্স রেখে সব যা করার তার বন্দবস্ত হয়েছে। তন্ময় ওর ভাইয়ের সঙ্গে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর মাকে হাসপাতালে



নিয়ে টানাপোড়েন করে কষ্ট দেবে না। ডাক্তার বলে দিয়েছে খুব কিছু করার নেই। বাড়িতে রেখেই যতদূর সম্ভব ওনার কষ্ট লাঘব করাই শ্রেয়। নাকে, মুখে নল লাগানো। বেডসোর শুরু হয়েছে। এই কষ্ট আর দেখতে পারছে না তন্ময়। এবার ফেরার সময় মা আর আকুতি জানাতে পারেনি। কোনরকমে তন্ময় কানের কাছে গিয়ে বলেছে, মা আসলাম, যেখানেই থাকো, শান্তিতে থেকো। চোখের জলের বাঁধ মানেনি।

বাড়ি ফিরে সেই চিরাচরিত প্রতিদিনের ফোন, কিন্তু মায়ের সঙ্গে কথা হয় না। আয়া, নার্স, ভায়ের কাছ থেকেই খবর নিতে হয়। গত তিন মাস মা সেইভাবেই পড়ে রয়েছে নাকে মুখে নল লাগানো অবস্থায়, চৈতন্যহীন হয়ে। এরকম অবস্থায় মানুষ অনেকসময় অনেকদিন বাঁচে, ডাক্তারের এই কথায় শিউরে

উঠেছে তন্ময়। ও চায় না মা আর বেশিদিন বাঁচুক। মায়ের এই তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটাকে আর সহ্য করতে পারছে না। উপরের বিচারওয়ালার কাছে বিবাদী বিবেক আবেদন জানায়, এই কষ্ট লাঘব করুন আর নাহলে মুক্তি দিন। পরক্ষণেই বাদী বিবেক দংশন করে, মাই লর্ড, এই ব্যক্তি নিজের মায়ের মৃত্যু কামনা করছে। নিজে মায়ের সঙ্গে ছেড়ে রয়েছে বিদেশে। এ অপরাধী। এর কঠিন সাজাই প্রাপ্য।

সম্মতি ফিরে তন্ময় শুনছে, বাদী পক্ষের উকিল শেষ সমাপ্তি ভাষণে বলছে, আসামী রবার্ট ছেলেকে পরিত্যাগ করে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর কঠিন সাজাই প্রাপ্য। তন্ময় জুরির আসনে বসে বুঝতে পারছে না, কি রায় দেবে সে। কি করে করবে এর বিচার।



03

SECTION

Stories & Poetry

Everyday lives, changing cities, and the world we share

PRAYAS • DURGA PUJA 2026



Rides Worth Remembering — a Revelation

Amiya Ghosh



Before the suits vanished, Ravi led boardroom meetings and balanced billion-dollar budgets. His emails had assistants, his calendar had color-coded importance, and his name came with a title. Then, one Friday in February, it all unraveled. Layoff. Restructure. The kind of silence in the HR office that stays lodged in bones.

Now, he drives—not by choice, but by necessity. Every trip is logged not just for tips and ratings, but for something more elusive: dignity.

His family still thinks he consults remotely. Every morning, he ties the same knot, grabs the same briefcase, but trades glass offices for smudged rearview and fast food parking lots. His phone buzzes with rides, not emails. And the backseat becomes his new meeting room—where strangers enter and stories unfold.

This journal isn't just for the memories. It's Ravi's way of making sense of a world that changed without asking first. It's how he stays connected, even while hiding the truth. It's how he survives.

Ride #1: "The Silent Passenger"

Ravi pulled up outside a modest apartment complex and spotted the rider standing beneath the awning—hoodie up, eyes glued to his sneakers like they held secrets. A quiet nod was the only greeting.

The kid slid into the backseat and immediately turned toward the window, as if the raindrops had more to say than he ever could. Name: Brandon. Age: maybe 19. Destination: Community College.

They drove in silence, the car filled with the soft hum of tires on wet asphalt and an

occasional cough of the engine. Ravi glanced at the rearview mirror. The lad sat perfectly still, clutching his backpack like a lifeline.

Five minutes in, Brandon whispered, "Thanks... for not talking."

Ravi smiled. "No problem. The silence is yours to keep."

As the car rolled to a stop at the college entrance, Brandon hesitated, then said, "Your car smells like cinnamon. My grandma used to bake muffins every Sunday..."

And just like that, the silence cracked, revealing a quiet memory between strangers.

Ride #2: "The Standoff Specialist"

It was a strip mall pickup, mid-morning, sunlight bouncing off chrome and concrete. Ravi spotted the rider leaning against a lamppost with crossed arms and a look that said this car better know its place. Name: Marcus. Outfit: flashy. Aura: ego.

Ravi pulled up, as usual, with the ease of someone who's done this a thousand times. But Marcus didn't budge. He just stared.

Then, with the air of a man used to giving stage directions, he pointed toward the rear bumper. Ravi blinked—was this guy... waiting for a reverse entry?

Ravi chuckled under his breath and tapped his gear into reverse, inching back a few feet like he was backing into a dramatic close-up.

Only then did Marcus approach—slowly, like the car had just earned the honor. He settled into the backseat and, without looking up,



muttered, “Gotta assert dominance early. Otherwise people try things.”

Ravi grinned. “Noted. I’ll remember that next time I parallel park.”

The rest of the ride was a mixture of high-volume phone calls, strategic silence, and the occasional unsolicited life tip like: “Never apologize unless it costs you something.”

Ride #3: “The Keeper of Ghosted Dreams”

The pickup location said “Riverside Lane,” but the GPS kept circling an overgrown patch of green, tangled with rusting fences and the quiet hum of loss. Ravi squinted—was that a shadow moving in the brush? He reversed, inching closer, when the figure finally emerged: a man in his late fifties, heavysset with a faded bomber jacket and the gait of someone who’d been waiting longer than just that morning.

“Hard to find the place,” the man said, settling into the backseat. “But I always wait here. Used to be mine.”

As they pulled away, the man leaned forward, pointing out the window. “This whole block. My dad built the garage from scrap and muscle. We had a parts shop, boats on the river, barbecues every July. Now look—just busted-up cars and weeds. People don’t even know what they’re missing.”

Ravi nodded, glancing back at the pile of twisted metal scattered in the foliage. A shattered windshield caught the sunlight like a relic.

The man wasn’t angry. Just wistful.

“You know,” he added quietly, “there used to be wildflowers growing along the river. My sister planted them. They smelled like summer evenings and strawberry soda.”

For the rest of the ride, he spoke like a man flipping through a mental photo album—one finger tracing each memory like a crease in old paper. And though he barely said his name, he left behind a story far richer than the

overgrown address he’d stepped out from. Ravi dropped him off and realized he is heading to marijuana store and Ravi reasoned the faded glory!

Ride #4: “Notes Between the Rain”

She stepped into the car with a gentle nod, her footsteps light like the hush before a piano recital. Ravi could tell—this wasn’t a woman who demanded much. Her clothes were modest, her voice soft, and when she settled into the seat, she glanced out the window as if watching a world she’d always stayed just one step removed from.

“Thank you,” she said. “I’m just going home.”

The radio hummed with a string quartet—Schubert, maybe—and he noticed her smile. Not wide, not showy. Just the kind that settled deep into her cheeks like it had lived there before.

“I like this,” she murmured. “Music with space in it.”

She’d come from a healthcare center, her bag carrying the slow weight of prescriptions and folded papers. She mentioned her home: a hut tucked behind a row of trees, small and quiet, where she kept water in clay jugs and read by a kerosene lamp when the power flickered. No family at home—just her and the hush.

“It’s peaceful,” she said. “Sometimes the birds sing along with the cello.”

Ravi drove slowly, careful not to break the moment.

When they arrived, she paused at the open door. “You know,” she said thoughtfully, “I think music remembers things we forget.”

Then she was gone, disappearing down a stone path lined with mint and basil.

Ride #5: “The Blunt Truth”

Five minutes. That’s all it took for the Camry to smell like the inside of a dorm room and sound like a pirate ship on payday.



The moment they tumbled in—two friends, loud, laughing, already halfway into a shared haze—Ravi knew this would be a survival drive. One had sunglasses on despite it being dusk, the other kept thumping the beat on the backseat door like it owed him rent. The air reeked of marijuana, and the profanity flew with rhythm, like the vulgar version of slam poetry.

Ravi said nothing.

He rolled down the windows, letting the evening air claw its way through the fog. The classical station from the previous ride was still playing, and he didn't turn it off. In some twisted way, the gentle strings clashing with their cursing felt poetic.

They got out without saying thanks, still laughing, still loud.

Then came the aftermath: a half-crushed blunt on the floor mat, some ash on the seat, and a lingering scent of rebellion. Ravi sighed, pulled out the disinfectant spray he kept in the glove box, and got to work—sanitizing the memories away.

Sometimes, the Camry was a sanctuary. Other times, it felt like the frontlines.

Ride #7: "The Brown Bag Ballet"

It started as a routine round trip: an elderly mother needing a lift to her son's place and back. Ravi saw her struggling even before she opened the door—frail, coughing, practically folding into the backseat like paper creased too many times.

"You alright, ma'am?" he asked gently, already adjusting the vents for fresh air.

She tried to nod, but the sickness was winning. The ride started for few minutes, then came the dreaded request: "Do you have a bag? I think I might throw up..."

His heart jumped. Ravi's mind raced—he pictured the cleanup, the stains, the smell. But more than that, he saw her, clutching her chest, fighting to stay composed.

He reached behind with calm urgency and offered a crumpled brown bag from the seat pocket—his emergency stash, usually reserved for wayward snacks or restless kids.

Disaster averted... almost.

She held it close, breathing heavily, until they reached her son's home. Ravi exhaled as she stepped out, the bag still clutched like a lifeline. At the end of the ride Ravi looked for garbage bin around in agony and asked "where is the brown bag?".

"Oh, I already tossed it," she replied. "Started leaking on the highway. The paper couldn't hold."

When she returned from son's place, she looked slightly steadier after some medicine, Ravi was already eyeing the seat pocket, wondering if one emergency bag was ever enough. He drove carefully—not just for her comfort, but for the quiet resilience sitting behind him.

Not all passengers speak in words. Some just leave behind the weight of a moment.

Ride #8: "The Human Seatbelt"

Ravi had grown used to quirky passengers—people who sang to themselves, recited prayers during rush hour, even one who thought Bluetooth was a government spy—but this one? This one clung to the car like it might fly off without him.

The man climbed into the backseat and immediately anchored himself like a barnacle—gripping the seatbacks, bracing his feet, arms stretched like he was in a rollercoaster ride about to launch.

"Could you please put on your seatbelt?" Ravi asked politely, glancing in the mirror.

The passenger frowned as though he'd been insulted. "I am holding on," he replied, squeezing the upholstery like it might provide divine protection.



"That's not how physics works," Ravi wanted to say. Instead, he took a breath.

The rest of the short trip played out with awkward silence and the sound of faux seatbelt confidence: a man resisting the safety of law and logic in favor of pure grip strength. Ravi kept the drive smooth, though he couldn't help but think that if survival came down to holding onto a car seat, they were all doomed.

When they arrived, the man released the seat like it owed him something. No thanks. No glance back. Just a little mystery and a lot of discomfort left behind.

Ride #9: "Paws and Generosity"

The ping said "Pet on board," which usually meant fur everywhere and at least one uninvited bark solo. But this time, Ravi was greeted by a perfectly groomed golden retriever sitting with regal patience beside its human, a middle-aged man with a warm grin and impeccable manners.

"Hope you don't mind Duke riding along," the man said as they climbed in. "He doesn't shed much... unless he's excited. Then it's snow season."

Ravi nodded. "As long as he doesn't try to drive."

The car rolled gently through a quiet neighborhood, Duke nestled into the backseat like he'd practiced car etiquette for years. No barking, no panting—just the occasional curious glance out the window and a soft thump of his tail when the classical station played something with a bit of flute.

The rider chatted politely about his vet visit, local dog parks, and how Duke once won an obedience award for staying put during a squirrel stampede.

When they arrived, the man handed over a crisp five-dollar bill. "For being dog-friendly and driving smoother than Duke's groomer."

But as Ravi looked back at the seat, the fur told a different story—golden strands glistening like confetti after a polite parade.

Out came the vacuum. Another cleanup, another moment, another story in the seats.

Ride #10: "Wheels, Wisdom, and Revelation"

The ping came with a note: "Assistance with wheelchair required." Ravi pulled up to the curb outside a modest townhouse, the kind where flower pots tried their best against sun-faded paint. He stepped out and spotted the couple: she, in a motorized chair with paisley scarves draped like prayer flags over her shoulders; he, round and regal, leaning on a cane and grinning like he knew a secret no one else had earned yet.

"Morning," the woman said, her voice crisp like autumn leaves. "I'm Rose. This here is my better half, Thomas."

Thomas chuckled—a belly-deep sound that somehow vibrated the sidewalk. "Only because I eat more," he added. "But she's the soul of this operation."

It took a few moments to secure the chair and help Thomas into the backseat. He moved slow, but deliberately, like every motion had been meditated on. When they were both settled, Rose directed the GPS to a wellness center on the edge of town. "Just a check-up," she said, waving a hand like health was a minor inconvenience.

The ride started quiet. Classical music hummed low in the background—Rose nodded in approval. "That's Rachmaninoff, isn't it?" Ravi smiled. "It is. You've got a good ear."

"Years of listening in temples," Thomas said, his eyes twinkling. "We met in Nepal, you know. Both running from different versions of ourselves. Ended up in the same monastery."

"We were supposed to stay a weekend," Rose added. "We stayed eight months. Learned to sit still. To breathe right. To be kind, even to the parts of ourselves we don't like."



The car grew warmer, fuller—not from temperature, but from presence. Thomas leaned forward slightly, hands resting on the back of the passenger seat.

“You drive well,” he said. “Steady. Like someone who’s learned to carry things.”

Ravi blinked, unsure how to reply. Thomas just smiled wider.

“Everyone’s carrying something. Most people are just loud about it. You... you carry it quietly. That’s harder.”

They arrived at the center sooner than Ravi wanted. He stepped out to help with the chair again. As he did, Rose placed a hand on his wrist.

“You remind me of the monks who swept the temple floors,” she said. “They did it not to clean, but to meditate. Maybe your driving is like that.”

Thomas handed Ravi a folded bill—nothing extravagant, just folded with care. “For the

ride,” he said, then paused. “And for holding space.”

As Ravi pulled away, he glanced in the rearview mirror and caught a final glimpse of the couple disappearing through the doors—slow, steady, joyful.

He didn’t check the bill until later. It was a ten. Alongside it was a small paper scrap, handwritten in looping script: “To move is a gift. To carry others is grace.”

This final line is a quiet revelation. It speaks to the privilege of mobility, and the deeper honor of supporting others. It’s a mantra for caregivers, drivers, friends—anyone who shows up for others. Ravi finds solace in those words, and do not even think about his lost job or office status but feels happy to be able and strong enough to give rides to people all day long. Ravi finds the courage to disclose his job status to his family and feels pride of what he is doing now. He is no longer bothered about his family status thinking what others will think of his situation as he found the eternal mantras of life.



04

Development of Writing Materials

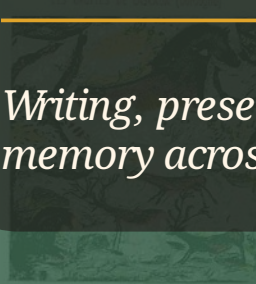
Dr. Anup Majumder and Dr. Sarmila Majumder

SECTION

In modern times all our printed and written communication is produced on paper. This paper is light weight, cheap and convenient material. Paper was invented about 2000 years ago in China. Since Paleolithic period all observations and communications were recorded on stone. This article focusses on the development of writing materials through the ages.

The main determinant was the availability of materials to write on. During Stone Age, for instance incised and painted rock producing amazing cave paintings and rock art. Clay was another material used for writing and it is easily available in many parts of the world.

Writing, preservation, and the materials that carried human memory across time



France, Lascaux, around 15,000 BCE

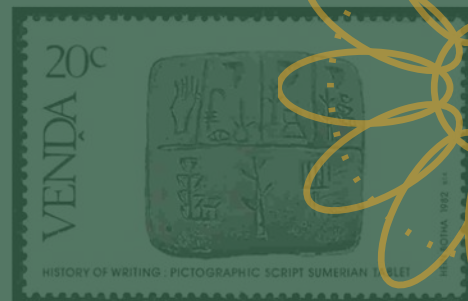


Tanzania, Prehistoric cave painting

The writing first develops in the river plains of Mesopotamia, where clay is an easily available commodity and clay tablets were used. This style of writing is known as "Cuneiform", a word that means 'wedge shaped'. Clay tablet, the writing material of ancient Mesopotamia, were the first reliable form of writing material produced by artificial means. Some examples are shown in the stamps below.

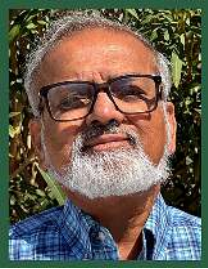


Austria: Cuneiform tablet



Venda: Sumerian clay tablet





Development of Writing Materials

Dr. Anup Majumder and Dr. Sarmila Majumder

In modern times all our printed and written communication is produced on paper. This paper is light weight, cheap and convenient material. Paper was invented about 2000 years ago in China. Since Paleolithic period all observations and communications were recorded on stone. This article focusses on the development of writing materials through the ages.

The main determinant was the availability of materials to write on. During Stone Age, people for instance incised and painted rocks producing amazing cave paintings and rock carvings as shown below. The oldest material was stone, and it is easily available in many parts of the world.



France, Lascaux, around 15,000 BCE



Tanzania, Prehistoric cave painting

The writing first develops in the river plains of Mesopotamia, where clay is an easily available commodity and clay tablets were used. This style of writing is known as "Cuneiform", a word that means 'wedge shaped'. Clay tablet, the writing material of ancient Mesopotamia, were the first reliable form of writing material produced by artificial means. Some examples are shown in the stamps below.



Austria: Cuneiform tablet



Venda: Sumerian clay tablet



In India and parts of Asia, palm leaves were the standard writing material. By 6th century BCE, Buddhists had committed their scriptures to palm leaves according to their tradition. Palm leaf manuscript bound with boards is shown in this stamp.

Ceylon, Palm leaf



Next came the stand stone, a durable sedimentary rock, soft enough for engraving. Indian Emperor Ashoka had edicts in Brahmi and Kharosthi script, inscribed on sand stone pillars in 3rd century BCE.

Nepal, Lumbini pillar

Most of our knowledge of ancient Egypt comes from stone inscriptions. The Rosetta stone was discovered in 1799 CE in the village of Rashid. A decree of Ptolemy V from 196 BCE was written in three different scripts: Hieroglyphs (top), Coptic (middle), and Greek (bottom) as shown in these stamps. In 1822, Jean Francois Champollion deciphered the Rosetta stone inscription.



Rosetta



stone



Egypt:

France: Jean Francois Champollion

In ancient period, animal skins and bones were used for writing. In China, rare and precious *tortoise shells* were used for writing. In the Shang period in China (1766-1122 BCE), bones were used for divination. It is the divination from where the Chinese script was born. The following stamps were released in honor of tortoise shell and oracle bones used during Yen dynasty.





China: Tortoiseshell, Shang dynasty



China: Oracle bones, Yen dynasty

Around 3000 BCE "Papyrus", a water plant was used by the ancient Egyptians to make a type of writing paper. Papyrus was widely used around that time. In 1550 BCE, Egyptian scribes used papyrus for medical documentation in Hieratic script that is famously preserved as 'The Ebers Papyrus'. Ebers Papyrus was purchased in Thebes by George Ebers of Germany in 1873. Ebers was a professor at the University of Leipzig, where this papyrus is housed in the library. The Ebers Papyrus was decipherable only after the Rosetta Stone revealed the interpretation of Egyptian Hieroglyphs. Papyrus plant is depicted in an Egyptian stamp and the Ebers Papyrus is shown in the German stamp.



Egypt: Papyrus plant



East Germany: The Ebers Papyrus



The earliest concept of renewable notebooks in the form of 'wax tablets' dates back to 14th century BC. These are small wooden blocks hollowed out to create a shallow pool rectangular pool and then filled with dark beeswax often mixed with soot for contrast, providing a surface to write. Once written on, the wax can be warmed and smoothed over for use on another occasion. This stamp from Austria portrays a Wooden tablet.

Austria: Wooden wax tablet



Around 200 BCE, parchment was invented that gradually replaced papyrus. Parchment was prepared specifically for writing from untanned skin of animals. This led to hand written documents and eventually birth of "Codex" or Book as we know it today, where separate pages were bound along one edge. Dead Sea Scrolls on parchment is shown in this stamp from Jordan.



Jordan: Dead Sea Scrolls

Later on, wooden blocks were also used to write books. The earliest manuscript of Chinese books is written on thinly cut slips of wood. slip. In 1011 CE. King Hyonjong ordered the compilation and carving of the Korean Buddhist canon on wood. Today, Haeinsa Temple in South Korea houses 81,258 wooden blocks of Tripitaka Koreana. The temple and the Tripitaka is proudly displayed in this Korean stamp.



China: Wooden slip



Korea, Tripitaka Koreana and the temple

In China, silk was being used for writing letters, literary composition and official documents by the time the Eastern Han dynasty was ruling the country (25-220 CE). Thai silk is still produced to a high quality today for printing on silk.



Thailand: Stamp printed on silk

However, in 105 CE Ts'ai Lun (referred to as Cai Lun), developed a cheaper writing material from macerated tree bark, hemp waste, fishnets and old rags and termed it "Paper". Thus, 'Paper' is considered to have been invented in China by Lun who served





Antigua: Ts'ai and Paper

in the court of Emperor He Di in Hunan. The name 'Paper' came from 'Papyrus' used by Egyptians in the ancient times and was considered to be superior and cheaper than silk for writing.

China: Ts'ai Lun inventor of paper

It is worth mentioning here that *Rabindranath Tagore* used a simple slate as a tool for redeeming his creative powers. He talked about the great relief he felt when he began to write on a slate (stone) instead of in a manuscript books. The slate provided him with greater flexibility and freed him from the demand of using something valuable, as everything could be erased in one stroke.

Incidentally, first writing ceremony during Saraswati puja to introduce education for our kids using slate is known as Hate Khor.



India: Rabindranath Tagore



Bangladesh, Bengali scripts on a slate.

Baghdad became the center of papermaking industry by 795 CE, from where it then spread to Europe. The first paper mill in Europe was the one built in Stavia, Spain in 1151.



USA: Rittenhouse Paper Mill

This strictly kept lucrative secret took 1000 years to reach Europe. The art of making paper spread to Germany, France, Italy, and England in the early 1300 CE. William Rittenhouse built the first paper mill North America (Pennsylvania) in 1690 CE. The 300th anniversary of paper making in the U.S. card features Rittenhouse paper mill c. 1770.



In addition to different media as stated so far, various metals have been used for writing, including iron, bronze, copper, and tin. Lead was popular because soft to write on it.

China: Iron Scroll, Ming Dynasty



In 20th century, a sweeping change came when writing media is considered. Advent of computer switched our writing habit, where in modern days manuscripts/books are typed using a keyboard connected to a computer. The next generation media for storage of such books/writings is the USB key, that require very little storage space and can be retrieved any time with access to a computer.



Cyprus: Blackboard to Computer



Israel: USB flash Drive

With this modernization, young kids are getting started with a computer and not a slate for 'HATE KHORI'. We now have to wait and see the wave of changes 'Artificial Intelligence' will usher in how we write and in the writing material.



Israel: a baby on a computer (HATE KHORI?)

No matter what, *remember* "Learning Never Ends".



05

বলে আমা বস্তু নেই! লিফট এমন সরু যে একসঙ্গে দু'জন ঢুকলে তৃতীয় জনকে হয়তো পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে উঠতে হবে। সিঁড়ির অবস্থাও খুব একটা আলাদা নয়!

SECTION

আমাদের বাড়িওয়ালা যথেষ্ট আন্তরিক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সব লাগেজ তুলতে সাহায্য করলেন, বাড়ির নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় কী আছে দেখিয়ে দিলেন—যাতে আমরা বিদেশের মাটিতে এসে কোনো বিপদে না পড়ি। নিচেই ছিল FRAN নামের একটি রেস্টোরাঁ। সেখানে খাওয়া সেবে সেদিন আর বিশেষ কিছু করার পরিকল্পনা ছিল না। তাই আশেপাশে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। আর সেখানেই প্রথম চমক!

আরে! এ তো কলকাতা!

রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড়ানো, ফুটপাথে দোকান, লোকাল বাস, মেট্রো—তার সঙ্গে ধুলো, গরম, মানুষের ব্যস্ততা...মনে হচ্ছিল—

“ভুল করে ইউরোপে নয়, কলকাতারই কোনো নতুন পাড়ায় চলে এসেছি নাকি?”

Travel & Reflection

অ্যাক্রোপলিস, পার্থেনন আর ইতিহাসের মুখোমুখি

A journey from Athens to Santorini — and a long-held dream fulfilled

একটা দিন এখেলকে একটু একটু করে চিনলাম। অ্যাক্রোপলিস, পার্থেনন—সব জায়গায় স্থানীয় পথপ্রদর্শক নিয়ে ঘুরলাম। বইয়ে পড়া ইতিহাসকে যেন হঠাৎ চোখের সামনে জীবন্ত দেখতে পেলাম।



অ্যাক্রোপলিস জাদুঘরে ঢুকে তো রীতিমতো অবাক! হাজার হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শন —পাথরের মূর্তি, স্থাপত্যের অংশ, নানা প্রত্নসম্পদ। এত পুরনো জিনিস মানুষের হাতের তেরি হতে পারে, ভাবতেই কেমন যেন লাগে। তারপর গেলাম **Temple of Olympian Zeus**-এর কাছে। ইতিহাসের পাতায় পড়া সেই বিশাল Olympian Zeus-এর মন্দির—আজ ধ্বংসস্তূপের মাঝেও তার কয়েকটি স্তম্ভ প্রাচীন Athens-এর মহিমার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর আমরা গেলাম **Panathenaic Stadium**-এ—যেখান থেকে আধুনিক অলিম্পিকের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। ইতিহাসের পাতায় পড়া সেই স্থান —আজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে! জটায়ু থাকলে হয়তো বলতেন— “অলিম্পিকের অট্টহাসি!”

আমরা অবশ্য অট্টহাসি না হেসে বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়েই ছিলাম!





নীল গম্বুজের সামনে - এক স্বপ্নপূরণের গল্প

সুশোভন করণ

দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো আমাদের চিরকালের শখ। আমাদের বলতে—আমি আর আমার অর্ধাঙ্গিনী। মোটামুটি নেই-নেই করে কম ঘোরা হয়নি। পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল, শহর—যেখানে সুযোগ পেয়েছি, সেখানেই ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়েছি।

কিন্তু ২০০৩ সালের কোনো এক সন্ধ্যাবেলা যে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার কথা আলাদা করে বলতেই হয়। আমাদের পাড়ার ‘অশোকা’ সিনেমা হলের ব্যালকনিতে বসে তখন “*Tauba Tumhare Yeh Ishare*” গান চলছে। পর্দায় নীল গম্বুজের সামনে শাহরুখ খান আর রানী মুখার্জির সেই রোমান্টিক দৃশ্য। চোখ আটকে আছে পর্দায়, আর মনের মধ্যে কে যেন খুব আস্তে করে একটা ইচ্ছে ঢুকিয়ে দিল—“ইস! একদিন যদি ওই জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম!”- ইচ্ছেটা যে মনের কোনো এক কোণে চাপা পড়ে ছিল, সেটা তখন বুঝিনি।

কিন্তু সেই স্বপ্ন যে সত্যি হবে, তা কে জানত!

প্রায় তেইশ বছর পর সান্তোরিনির সেই নীল গম্বুজের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে গিয়ে নিজেকেই গায়ে চিমটি কেটে দেখতে হল—সত্যিই কি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, না এখনও অশোকা সিনেমা হলের ব্যালকনিতেই বসে আছি?

“উঠল বাই, তো কটক যাই!”

এবারের ঘুরতে যাওয়াটা অবশ্য বেশ আকস্মিক। হঠাৎ একদিন ঠিক হল—ইউরোপ যাব। কিন্তু ইউরোপে যাব তো যাব... কোথায় যাব? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই একদিন ইউটিউবে চোখে পড়ল শাহরুখ খানের সেই বিখ্যাত নীল গম্বুজের সামনে দাঁড়ানো ছবি। ব্যস!

উঠল বাই, তো কটক যাই!

গন্তব্য মোটামুটি ঠিক। টিকিট কাটা হয়ে গেল। থাকার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ব্যাগ গোছানো হয়ে গেল। আমরাও তৈরি—এথেন্স আর সান্তোরিনি!

এথেন্স—ইউরোপে এসে যেন ছোট্ট কলকাতা

জুলাই মাসের এক দুপুরে আমরা এথেন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামলাম। আমাদের থাকার জায়গা ছিল অ্যাক্রোপলিস জাদুঘরের একেবারে পাশে। থাকার Airbnb মালিকের সঙ্গে আগে থেকেই কথা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী তিনি আমাদের জন্য বিমানবন্দরে গাড়ি পাঠিয়ে রেখেছিলেন। বাড়িটা বেশ সুন্দর। তবে ইউরোপের একটা জিনিস প্রথম দিনেই বুঝে গেলাম—এখানে জায়গার অপচয়



বলে কোনো বস্তু নেই! লিফট এমন সরু যে একসঙ্গে দু'জন ঢুকলে তৃতীয় জনকে হয়তো পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে উঠতে হবে। সিঁড়ির অবস্থাও খুব একটা আলাদা নয়!

তবে আমাদের বাড়িওয়ালা যথেষ্ট আন্তরিক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সব লাগেজ তুলতে সাহায্য করলেন, বাড়ির নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় কী আছে দেখিয়ে দিলেন—যাতে আমরা বিদেশের মাটিতে এসে কোনো বিপদে না পড়ি। নিচেই ছিল FRAN নামের একটি রেস্টোরাঁ। সেখানে খাওয়াদাওয়া সেরে সেদিন আর বিশেষ কিছু করার পরিকল্পনা ছিল না। তাই আশেপাশে হাঁটিতে বেরিয়ে পড়লাম। আর সেখানেই প্রথম চমক!

আরে! এ তো কলকাতা!

রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড়ানো, ফুটপাথে দোকান, লোকাল বাস, মেট্রো—তার সঙ্গে ধুলো, গরম, মানুষের ব্যস্ততা...মনে হচ্ছিল—

“ভুল করে ইউরোপে নয়, কলকাতারই কোনো নতুন পাড়ায় চলে এসেছি নাকি?”

শুধু চারপাশে বাংলা শুনতে পাচ্ছি না—এই যা!

অ্যাক্রোপলিস, পার্থেনন আর ইতিহাসের মুখোমুখি

পরের কয়েকটা দিন এখেলকে একটু একটু করে চিনলাম। অ্যাক্রোপলিস, পার্থেনন—সব জায়গায় স্থানীয় পথপ্রদর্শক নিয়ে ঘুরলাম। বইয়ে পড়া ইতিহাসকে যেন হঠাৎ চোখের সামনে জীবন্ত দেখতে পেলাম।



অ্যাক্রোপলিস জাদুঘরে ঢুকে তো রীতিমতো অবাক! হাজার হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শন—পাথরের মূর্তি, স্থাপত্যের অংশ, নানা প্রত্নসম্পদ। এত পুরনো জিনিস মানুষের হাতের তৈরি হতে পারে, ভাবতেই কেমন যেন লাগে। তারপর গেলাম **Temple of Olympian Zeus**-এর কাছে। ইতিহাসের পাতায় পড়া সেই বিশাল Olympian Zeus-এর মন্দির—আজ ধ্বংসস্তূপের মাঝেও যার কয়েকটি স্তম্ভ প্রাচীন Athens-এর মহিমার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর আমরা গেলাম **Panathenaic Stadium**-এ—যেখান থেকে আধুনিক অলিম্পিকের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। ইতিহাসের পাতায় পড়া সেই স্থান—আজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে! জটিল থাকলে হয়তো বলতেন— “অলিম্পিকের অট্টহাসি!”

আমরা অবশ্য অট্টহাসি না হেসে বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়েই ছিলাম!

বাসে চড়ে এথেন্স দর্শন

এথেন্সের প্রধান দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখার জন্য আমরা চড়ে বসলাম সেই বিখ্যাত Hop-on Hop-off Tour বাসে। বাসে বসে একটার পর একটা ঐতিহাসিক স্থাপনা, পুরনো রাস্তা, বাজার, গির্জা, চত্বর—সব দেখতে দেখতে শহরটা যেন ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেল। সিনতাগমা চত্বরে গ্রিক সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত প্রহরী বদলের অনুষ্ঠান দেখাটাও বেশ উপভোগ্য ছিল। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বারবার মনে পড়ছিল লন্ডনের বাকিংহাম প্রাসাদের সামনে দেখা সেই বিখ্যাত প্রহরী বদলের কথা। দুই শহর, দুই দেশের ঐতিহ্য—অথচ আনুষ্ঠানিকতার সেই ছন্দে যেন কোথাও একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম।

তবে ইতিহাস যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, একটা জিনিস তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ— পেট।

একসময় পেটের মধ্যে এমন বিপ্লব শুরু হল যে পার্থেনন, অ্যাক্রোপলিস—সব ইতিহাস ভুলে আগে খাবারের সন্ধানে বেরোতে হল! অ্যাক্রোপলিসের নিচেই প্লাকার একটি বেশ নামী গ্রিক রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। দুপুরটা বেশ গরম। তার মধ্যে সমুদ্রের খাবার। আর বিশেষ করে ভাজা অক্টোপাস— বাহ!

জটায়ু থাকলে হয়তো বলতেন—

“অক্টোপাসটা ভাজা হলেও ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে জমজমাট!”

সন্ধ্যার এথেন্স—যেন স্বপ্নের শহর

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্রোপলিস জাদুঘরের আশেপাশের পরিবেশটা একেবারে বদলে গেল। চারদিকে গান, বাজনা, গ্রিক খাবারের গন্ধ, বিভিন্ন দেশের মানুষের কথাবার্তা। কে কোন ভাষায় কথা বলছে বোঝার উপায় নেই! কেউ ছবি তুলছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ গান শুনছে, কেউ হাঁটছে।

আর আমরা?

আমরা হাঁটছি আর বাঙালি খুঁজছি! বিদেশের মাটিতে বাঙালি দেখলে যে আনন্দ হয়, সেটা বোধহয় শুধু বাঙালিই বোঝে। উঁচু পাহাড়ের মাথায় সন্ধ্যার আলোয় ঝলমল করছে পার্থেনন। তার নিচে জাদুঘর। চারদিকে হাজার মানুষের ভিড়। আর সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চার জন হাঁটছি।



মনে হচ্ছিল— স্বপ্ন দেখা ও সার্থক... স্বপ্ন নেই তো স্মৃতিও নেই। তিনটে রাত কখন যে কেটে গেল, টেরই পেলাম না। পরের দিন সকালেই সান্তোরিনি।



সান্তোরিনি—নীল-সাদা স্বপ্নের দ্বীপ

চতুর্থ দিন দুপুরে আমরা সান্তোরিনি দ্বীপে পৌঁছলাম। ছোট্ট, ছিমছাম বিমানবন্দর।

আগেই গাড়ি ভাড়া করা ছিল। তাই বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে গাড়ির চাবি হাতে নিয়ে রওনা দিলাম আমাদের পাহাড়ের মাথার বাড়ির দিকে। সান্তোরিনি খুব বড় দ্বীপ নয়। এক মাথা থেকে আর এক মাথায় গাড়িতে যেতে মোটামুটি দু'ঘণ্টার মতো লাগে। আমাদের ঠিকানা— ওইয়া (Oia)।

সান্তোরিনিতে ছোট-বড় অনেক জায়গা থাকলেও পর্যটকদের থাকার প্রধান জায়গাগুলোর মধ্যে ওইয়া (Oia), ফিরা (Fira) আর ইমেরোভিগলি (Imerovigli) সবচেয়ে পরিচিত। আমাদের থাকার জায়গা ছিল ওইয়া (Oia) তে। আর Oia-র একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। সূর্যাস্ত। এখানকার সূর্যাস্ত নাকি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর। সত্যি বলতে কী, সূর্যাস্ত দেখার জন্যই যেন মানুষ এখানে আসে। আর Oia-র পাহাড়ের একেবারে নিচে রয়েছে **Amoudi Bay**। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটা জায়গা। চারপাশে পাহাড়, নীল জল আর অসংখ্য Boat। অনেক Sunset Cruise দিনের শেষে এসে এখানে থামে।

ফিরা (Fira) হল সান্তোরিনির রাজধানী। বেশিরভাগ পর্যটন সংস্থা সেখান থেকেই কাজ করে। নৌযাত্রার ব্যবস্থাও আছে। ভারতীয় খাবারের দোকানও বেশ কয়েকটি রয়েছে। তবে একটা ব্যাপার সান্তোরিনিতে এসে খুব পরিষ্কার বুঝলাম—দ্বীপ যত সুন্দর, দামও তত সুন্দর! মানে, পকেটের জন্য মোটেই সুন্দর নয়! তাই ইচ্ছে থাকলেও সবকিছু কেনার উপায় ছিল না। দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হওয়াই নিরাপদ।



গাড়িতে পুরো সান্তোরিনি

তিন দিনের মধ্যেই আমরা গাড়ি নিয়ে দ্বীপের প্রায় সব দিক ঘুরে বেড়ালাম। গাড়ি চালাতে চালাতে কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্র, কখনও ছোট্ট গ্রাম, কখনও সাদা-নীল বাড়ি—একটার পর একটা দৃশ্য। **Perissa Beach**, অর্থাৎ কালো বালির সমুদ্রসৈকতটা বেশ ভালো লাগল। কালো বালি, নীল সমুদ্র—দেখতে বেশ অন্যরকম।

Red Beach-টাও বেশ সুন্দর। তবে সেখানে পৌঁছতে বেশ কিছুটা ট্রেক করতে হয়। আর গরম যত বেশি, কষ্টও তত বেশি! তাই ভাবলাম, একটু দূর থেকে দেখলেও যখন একই রকম সুন্দর লাগবে, তখন অযথা শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী!

আর Oia-র সেই নীল গম্বুজ? সেটা তো ছিলই। কারণ এত বছরের পুরনো স্বপ্নের হিসাবটা তো মেলাতে হবে! ২০০৩ সালে পর্দায় দেখা নীল গম্বুজ। আর ২০২৬ সালে তার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। জীবন মাঝে মাঝে সিনেমার থেকেও বেশি সিনেমাটিক হয়ে যায়।





শেষ বিকেলের সান্তোরিনি

দেখতে দেখতে ফেরার সময়ও এসে গেল। আমাদের পাহাড়ের মাথার বাড়িটায় তখন বিকেলের একচিলতে রোদ এসে পড়েছে। সামনে নীল এজিয়ান সাগর। জলের ওপর অজস্র সীগাল উড়ে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রটা আশ্চর্য রকম শান্ত। উল্টোদিকে কিছু ন্যাড়া, বাদামি, রুক্ষ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর সেই পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে সূর্যমামা ধীরে ধীরে নেমে যাবেন সামনের সমুদ্রে। আকাশের রং বদলাচ্ছে। সমুদ্রের রং বদলাচ্ছে।



চারপাশেরশব্দও যেন আস্তে আস্তে কমে আসছে। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য! ক্যামেরায় যতই ছবি তুলি, মনে হচ্ছিল আসল দৃশ্যটা কিছুতেই ধরা পড়ছে না। হয়তো কিছু দৃশ্য ক্যামেরায় তোলার জন্য নয়। মনের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য। আর সেই মুহূর্তে মনে হল—

২০০৩ সালে কলকাতার একটা সিনেমা হলের ব্যালকনিতে বসে যে স্বপ্নটা নিঃশব্দে জন্মেছিল, এত বছর পরে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। তখন ছিল শাহরুখ আর রানী। আজ আমাদের হাতে ক্যামেরা, পাশে আমার অর্ধাঙ্গিনী, আর সামনে সত্যিকারের সান্তোরিনি।

পরের দিন দুপুরে আমাদের বিমান আবার এথেন্সের দিকে উড়ে চলল। সান্তোরিনি পিছনে পড়ে রইল। সামনে বাড়ি ফেরার পথ।

ভ্রমণ শেষ হল, কিন্তু গল্পটা রয়ে গেল। আর মনে মনে জটায়ুর মতোই ভাবলাম—

“আহা! আবার কবে বেরোব?”



06

SECTION

Ramayan Quiz

Fifty questions — followed by a complete answer key

PRAYAS • DURGA PUJA 2026



Ramayan Quiz (Durga Puja-2026) (Created by Sudipta Roy)

1. How many Kandos (books/sections) are there in the Ramayan?
2. In which Yug is the Ramayan traditionally set?
3. Who were Ram's father, mother, and paternal grandfather?
4. Which dynasty did Ram belong to?
5. Who was the royal guru (Kulaguru) of Dasharath's family?
6. Who were the mothers of Bharat, Lakhkhan, and Shatrughna?
7. Who were the wives of Bharat, Lakhkhan, and Shatrughna?
8. Which sage took Ram and Lakhkhan to protect his yagya (/yajna) from demons?
9. Which demoness was killed by young Ram while protecting the sages' yajna?
10. Who was Gautam Muni's wife, who was cursed and later liberated by Ram?
11. Who were Sita's father and mother?
12. What are some of Sita's other names?
13. What was the name of the bow that Ram broke at Sita's Swayambar?
14. How many years was Ram exiled to the forest?
15. Who asked Dasharath to send Ram into exile, and who instigated her?
16. Where did Ram, Sita, and Lakhkhan stay during the early part of their exile, where Bharat later came to meet Ram?
17. What did Bharat place on the throne as a symbol of Ram's rule?
18. Where did Bharat live while Ram was in exile?
19. In which forest region did Ram, Sita, and Lakhkhan spend much of their exile?
20. Where did Ram, Sita, and Lakhkhan establish their forest dwelling near the Godabari River?
21. Who was the demoness whose nose and ears were cut off by Lakhkhan?
22. Who were Khar and Dushan?
23. Which demon transformed himself into a golden deer to lure Ram away from the cottage?
24. Who tried to stop Raban's chariot while he was abducting Sita?
25. Where did Raban keep Sita after abducting her and taking her to Lanka?
26. Who was Kabandha?
27. Who was Shabari?
28. Who was the Banor (/monkey) king Ram met while searching for Sita, and where did they meet?
29. Who are traditionally described as Hanuman's father and mother?
30. Who was Bali, and what was the name of his kingdom?
31. Who were Bali's wife and son?
32. Who was the wise, bear-like ally of Rama who helped Hanuman remember his extraordinary powers?
33. Who informed the monkeys that Sita was being held captive in Lanka across the ocean?
34. Who tried to stop Hanuman while he was flying to Lanka by offering him a place to rest?
35. Who tested Hanuman's strength and devotion by blocking his path in the ocean?
36. Whom did Hanuman first encounter upon secretly entering Lanka?



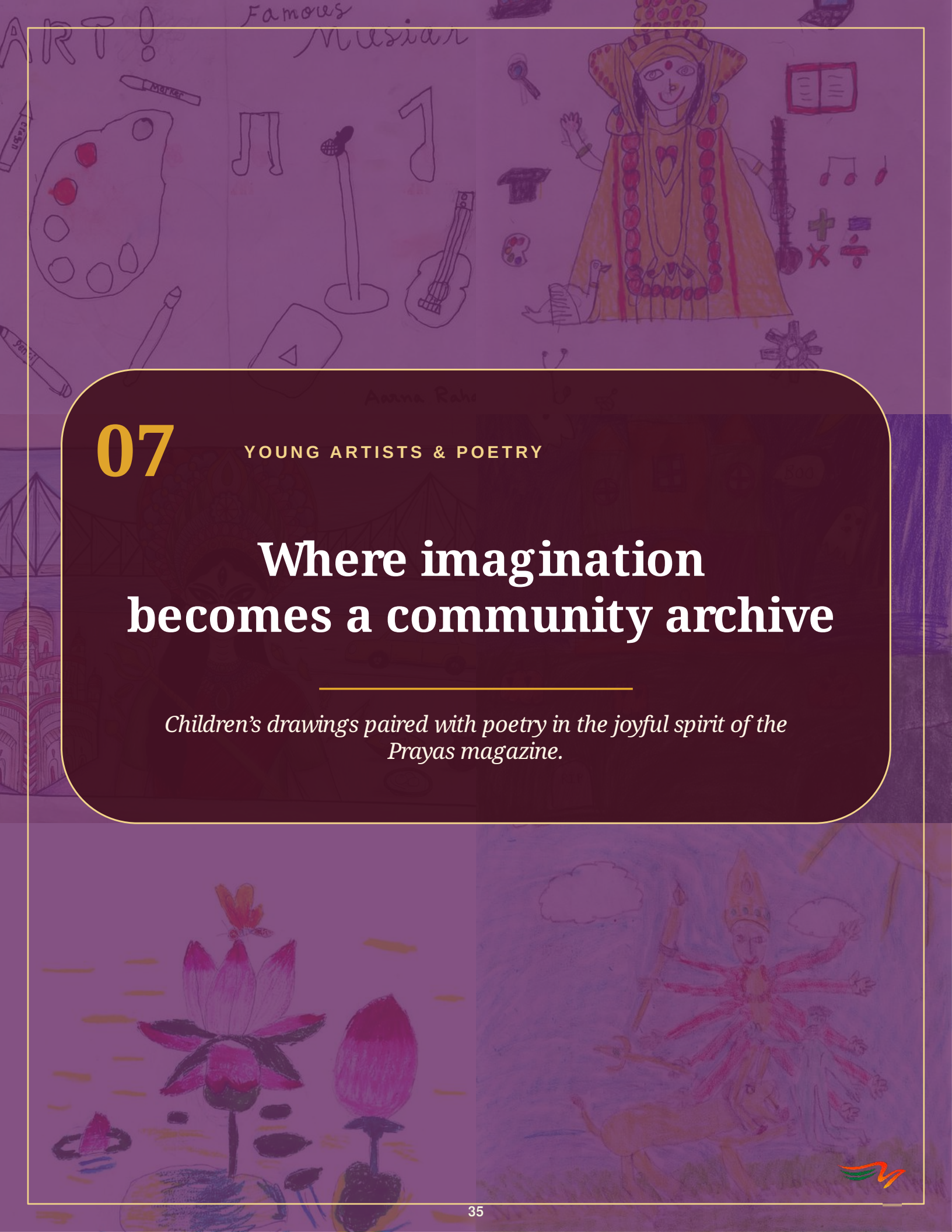
37. What did Hanuman give Sita as proof that he had come from Ram?
38. What did Sita give Hanuman to take back to Ram?
39. Who were Raban's father, mother, and wife?
40. What musical instrument is traditionally associated with Raban?
41. Who ruled Lanka before and after Raban?
42. What is the famous bridge to Lanka commonly called, and who is traditionally said to have built it?
43. What was the name of Raban's eldest son, who was also known as Meghnad?
44. What herb was needed to save Lakhkhan?
45. Who killed Meghnad?
46. Which divine weapon did Ram use to finally kill Raban?
47. Who was Ram's sarothi (charioteer) during the final battle with Raban?
48. What was the name of the flying chariot used by Ram to return to Ajodhya?
49. What festival is traditionally associated with Ram's return to Ajodhya?
50. What were the names of Ram and Sita's twin sons, who were raised in rishi Balmiki's ashram?



Answers to the Ramayan Quiz — On a Separate Page

1. Seven (7) Kandos (Bal, Ayodhya, Aranya, Kishkindha, Sundar, Yuddha (/Lanka), and Uttar Kando).
2. Treta Yug.
3. Dasharath (father), Kausalya (mother), and Aja (grandfather).
4. Ikshvaku Dynasty (Surjo- Bongsho).
5. Rishi Vashishtha.
6. Kaikeyi (Bharat); Sumitra (Lakhkhan & Shatrughna).
7. Sita's cousin Mandavi (Bharat), Sita's sister Urmila (Lakhkhan), and Mandavi's sister Shrutakirti (Shatrughna).
8. Rishi Vishvamitra.
9. Taraka (/Tataka) rakhkhosi.
10. Ahalya.
11. Janak (father) and Sunayana /Sunaina (mother). King Janak found Sita in a furrow while ploughing the field as part of a ritual.
12. Janaki, Baidehi, Maithili, Bhumija (from Janak, Bideha, Mithila, Bhumi).
13. Hara-Dhonu/ Pinaka (Shib's dhanuk).
14. Fourteen (14) years.
15. Kaikeyi made the request, while Manthara (Kaikeyi's maid) instigated her to make it.
16. Chitrakoot.
17. Ram's sandals (Padukas).
18. Nandigram.
19. Dandakaranya.
20. Panchavati.
21. Shurpanakha.
22. Rakhkhos brothers who ruled Janasthan in Dandakaranya and were half-brothers of Shurpanakha. She first went to them for revenge. They attacked Ram with 14,000 rakshasas, but Ram single-handedly destroyed the entire army.
23. Marich (son of Taraka rakhkhosi).
24. Jatayu (a vulture/eagle).
25. Ashok Bon (Ashok Batika).
26. A cursed demon with a headless body and a face on his torso. He was originally a Gandharba named Bishwabasu (or Danu). After being cremated by Ram and Lakhkhan, the curse was lifted, and he returned to Gandharva form.
27. An elderly woman and a devoted ascetic who lived in the forest near Pampa Sarobar (/Lake). She offered Ram wild forest berries that she had tasted beforehand to make sure they were sweet and ripe.
28. Sugrib; Rishyamukh Mountain(/Hill) near Pampa Sarobar (/Lake).
29. Kesari, a monkey-king/chieftain (father) and Anjana (mother). Spiritual/divine father: Paban/Bayu (Wind God).
30. A powerful banor king and Sugrib's elder brother; Kishkindha.
31. Tara and Angad.
32. Jambaban.
33. Sampati (Jatayu's elder brother).
34. Mainak parbat (/mountain).
35. Surasa (a nag-mother) and Simhika (a rakhkhosi with the power to kill creatures by grabbing their shadow).
36. Lankini (a female guardian rakhkhosi/ gatekeeper of Lanka).
37. Ram's ring (signet ring).
38. Her Churamani (head/hair-ornament or crest-jewel).
39. Rishi Bishraba (father), demoness Kaikasi (mother), and Mandodari (wife).
40. Rabanhatha (or Bina, in some tellings).
41. Kuber (before); Bibhishan (after),
42. Ram Setu; Nal (with the help of the Banar Sena (/army).
43. Indrajit.
44. Sanjeevani.
45. Lakhkhan.
46. Brahmastra (Brahma weapon, gifted by Brahma via Indra's chariot-driver Matli).
47. Matli (Indra sent Matli with his celestial chariot to assist Ram).
48. Pushpak Rath (Biman).
49. Diwali (/Deepabali).
50. Lab and Kush.





07

YOUNG ARTISTS & POETRY

Where imagination becomes a community archive

*Children's drawings paired with poetry in the joyful spirit of the
Prayas magazine.*

The One Who Loves Us Dearly

Poulami Ghosh

A river bends a concrete road
Like how we fit our clothes
We watch the moon change its face
As fast as cities grow

With changes in this human life
So rapid and unique
Nature guides our metal ways
Like ducklings in a fleet

So often we so boldly assume
We etch our global map
Yet birds will fly and seeds will flow
Beyond these fenced-up traps

So let go of all your worldly needs
To see the world more clearly
Begin to love your Mother Earth
The one who loves us dearly



Anwiksha Karan



Aarya Nath



Mihit Chowdhury



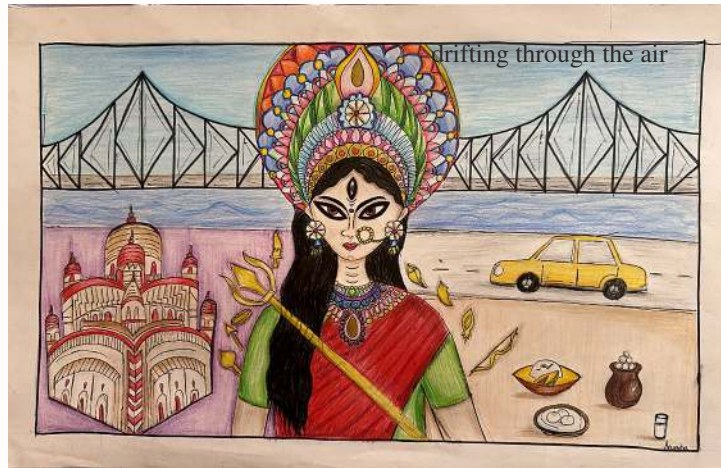
Vihaan Debnath

Young artists echo the poem's tenderness through nature and color.



Kolkata, the City of Joy

Alo Ray



Artwork: Anumeha Kumar (Oishi)

Kolkata, a bustling city
where life creates
intense human connections
choose for friends
plenty with hearts and time to share
know what you want before you get there.

Its roads are a labyrinth
hard to navigate
yet you can go in every direction
buses, trams, metros, and trains
autos, rickshaws, and planes
go everywhere through sunshine and rains.

Business and work everywhere
buzzing on the busy streets
all you want, you will get there
art and culture, food and design
painted in a million shades
pure and divine.

Poetry, music, and songs

Random and yet organized,
find your place of serenity
the chaos has its own rhythm
and somehow through it all
you see triumph and happiness
in the heart of Kolkata, our city of joy.



Devotion & Knowledge

Young artists reimagine the sacred through line, color, and story.



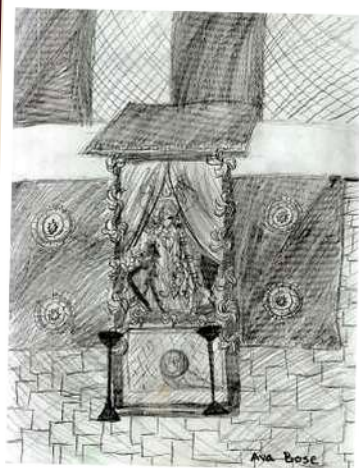
Oishi Kumar



Anumeha Kumar (Oishi)



Vivan Saha



Ava Bose



Mihit Chowdhury



Seasons of Joy

A year of celebrations — remembered through a child's eye.



Abhisha Roy



Jhilli Karan



Rio Saha



Shreyank Nath

*From autumn lanterns to winter
snow,
every season becomes a story.*



Stories from Young Imaginations

Color, curiosity, a little mystery — and a great deal of joy.



Krittika RoyChowdhury



Saloni Roy



Oishiki Bhowmik



Leo Paul

“Every line begins a story.”

The Prayas children's gallery closes with worlds both familiar and fantastical.



Sacred Lines

Three heartfelt artworks celebrating Durga Puja through color, pencil, and wonder.

"Every child's page adds a new shade to the spirit of the magazine."



Aarna

A graceful face of the Goddess, drawn with delicate lines and a striking touch of red and blue.



Vihaan

A poised warrior-like figure rendered in pencil, with flowing costume details and a ceremonial spear.



Autumn Arrives

A child's landscape where the season of Puja comes alive in water, sky, hills, and home.



Gishiki

A quiet figure beside the water, clouds drifting overhead, and the first whisper of Puja in the air.

Young artists turn simple scenes into lasting memories.



08

SECTION

Personal Greetings & Best Wishes

*Warm messages from Prayas families and friends
celebrating Durga Puja, community, and togetherness.*





PRAYAS DURGA PUJA 2026

With Gratitude to Our Supporters

*Our celebration is made brighter by the generosity, encouragement,
and community spirit of these Prayas families and friends.*

PLATINUM PLUS

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ◆ Sipra Chatterjee | ◆ Utpal Bhanja |
| ◆ Tripti Sinha | ◆ Samit Bose |
| ◆ Ranen Bhattacharya | ◆ Subhajit Ghosh |
| ◆ Chandan Sen | ◆ Gopa Ganguly |
| ◆ Indranil Majumder | ◆ Rajat Chaudhuri |
| ◆ Rina Saha | ◆ Gautam Samadder |

PLATINUM

- ◆ Bijit Bhaduri





PRAYAS DURGA PUJA 2026

G O L D

- | | |
|-----------------|------------------|
| ♦ Anup Majumder | ♦ Jayanta Sarkar |
| ♦ Subir Nag | ♦ Tamal Dey |

S I L V E R

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ♦ Abhijit Datta | ♦ Amiya Ghosh |
| ♦ Annie Bhowmik | ♦ Asok Dasgupta |
| ♦ Goutam Dasgupta | ♦ Kaberi Dutta |
| ♦ Monish Chatterjee | ♦ Prabir K. Sen |
| ♦ Sanjay Paul | ♦ Sarit Chakravarty |
| ♦ Satyen Deogharia | ♦ Sudipta Roy |
| ♦ Sunandita Deb | |

B R O C H U R E A D

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ♦ Anup Ray | ♦ Chandan Ghosh |
| ♦ Santayan Paul | ♦ Soumya Mitra |

Thank you.

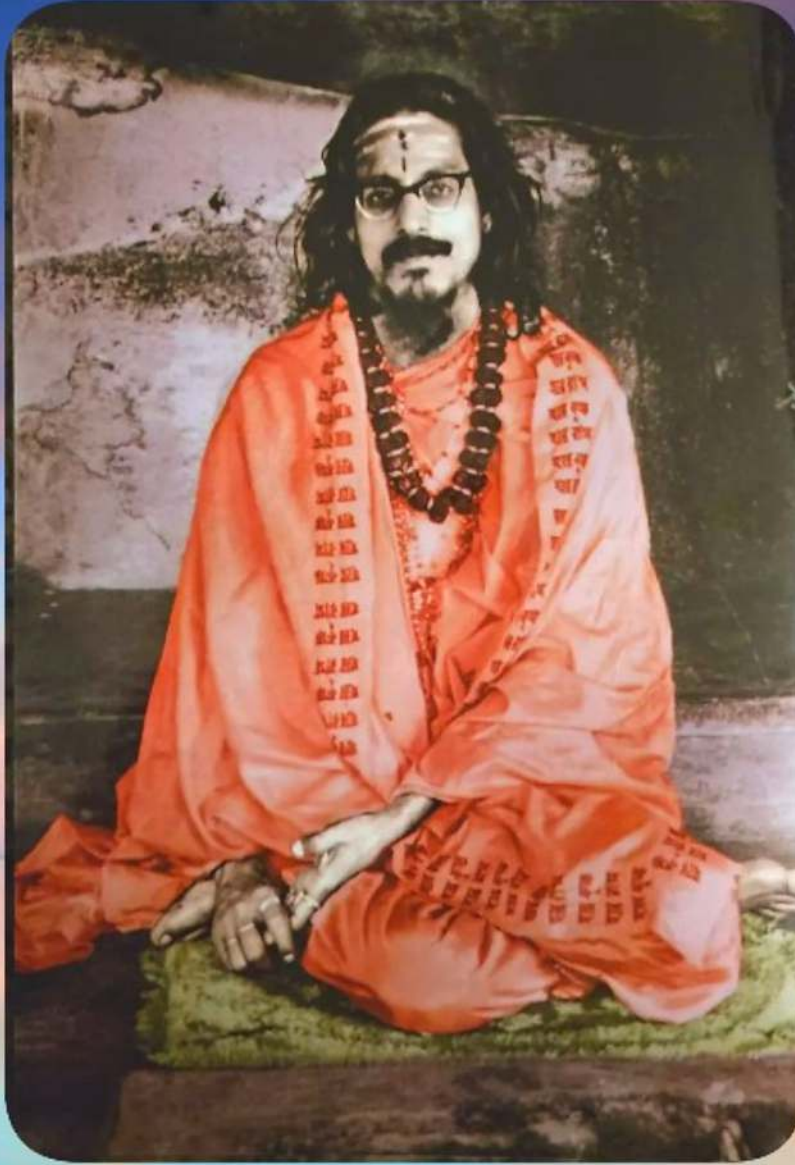
Your generosity carries this celebration, and the community around it.



Happy
**DURGA
PUJA**

*With best compliments from
the Bhanja & Iliev Families*

*Utpal, Tandra, Aditi, Debarati,
Swati, George, & Elena*



Durga Puja Greetings!
Tripti & Nirmal Sinha
Tanima, Subhashis, Divya & Isha Das
Tanushree, Paul & Archer Courlas
Beckham & Spaz

May the Divine Blessings of
Goddess Durga be with POA always
**Happy Durga Puja &
Seasons Greetings**



From the ROSE Family

Samit (Sam), Malabika (Mala, Uma), Rick,
Shari, Marvin, Eva & Stella





**বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে
শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা**

**From Bhattacharyya Family
Tiyas & Tim, Tithi & Trina**

পঞ্চদশ বর্ষ
দুর্গা পূজা

উপলক্ষে সবাইকে জানাই
শুভ শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মৌমিতা, শুভজিৎ, ঋতম, কনিশ, নাডু



Dr. Chandan Sen
Dr. Sashwati Roy

With Best Compliments from C.K. Sen, LLC

সবাইকে জানাই শারদীয়া অভিনন্দন



**Sugato, Gopa, Joydeep
and Sudeep Ganguly**



HAPPY
Durga
Puja



Best Wishes from Indranil, Purba,
Ellora & Ishika Majumder



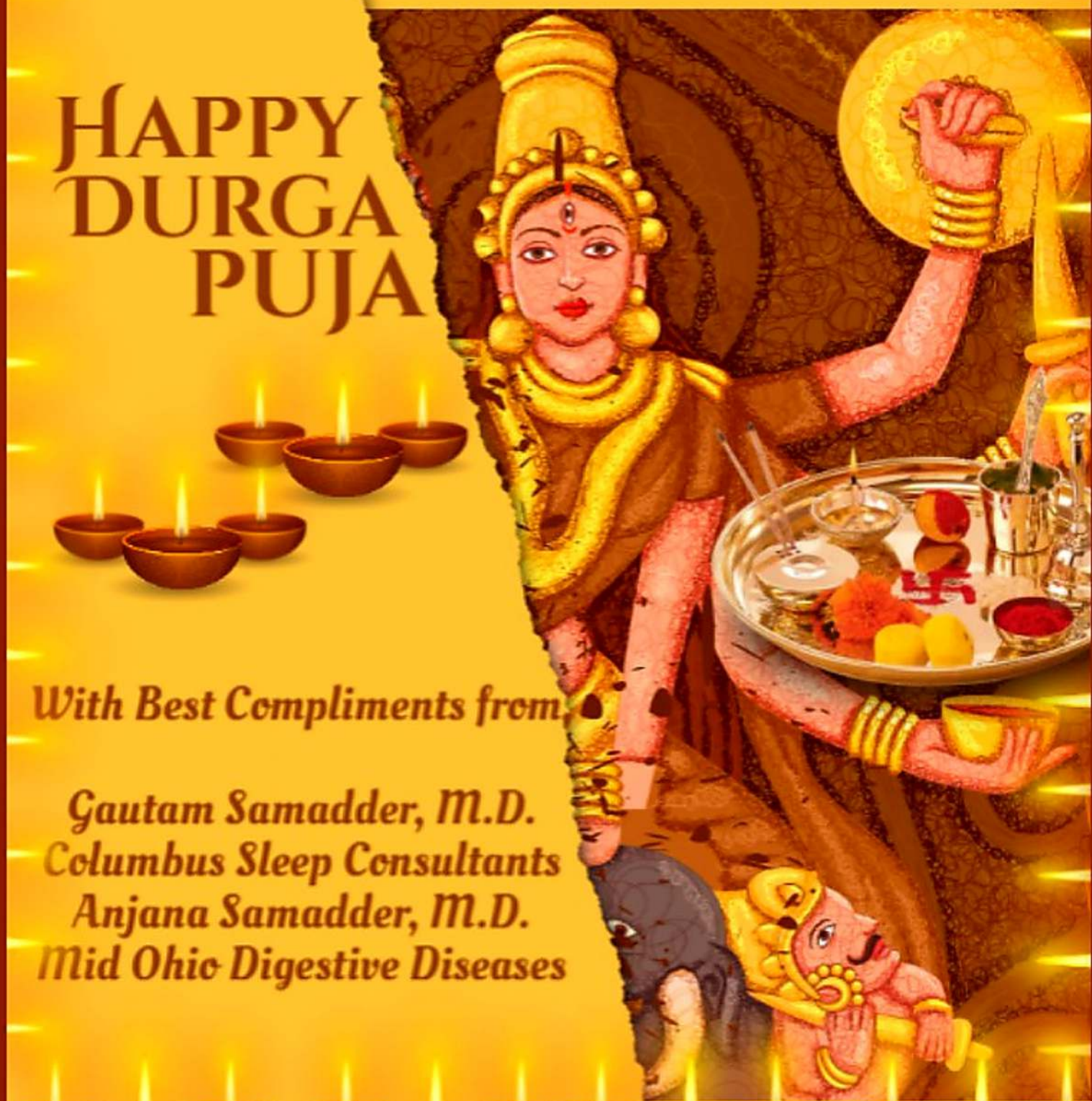


Sharadiyo Shubhechha
Lakhan Saha, Rina Saha
And Family

HAPPY DURGA PUJA

With Best Compliments from

*Gautam Samadder, M.D.
Columbus Sleep Consultants
Anjana Samadder, M.D.
Mid Ohio Digestive Diseases*



শারদীয়া শুভেচ্ছা ২০২৬



From
Bhaduri's
Bijit , Bratati, Bristi & Bonbon



**Our thanks to
Prayas Board of Directors
and best wishes to all
Prayas members on
this joyful occasion of
Durga Puja**

from

The Nag Family
**-Subir, Sima, Sunita,
Nevin, Shreya, Arya
and Devraj.**

WITH BEST WISHES TO PRAYAS FAMILY



**Anup and Sarmila Majumder
Arnab, Carrie, Lila and Pierce Majumder**



Sburamya

With Best Wishes on Durga Puja



Jayanta, Jhumur & Rick Sarkar

মায়ের শুভাশিস বর্ষিত হোক
সর্ব চরাচরে



Kajari, Tamal, and
Sounak Dey
&
Soumi and
Zachary McHenry



Shubho Durga Puja

from

Ratnakar, Kaberi and
Roshni Dutta Pillari

Wishing You All a

 **Prayas**
The Progressive Bengali Association Of Greater Columbus

Happy Durga Puja 2026

May Maa Durga bless you
and your families with joy,
good health, peace and prosperity.

May this festive season
bring us closer as a community
and inspire us with hope,
strength and togetherness.



From the
Prayas Board 2026 - 2027



***With Best
Wishes On
Durga
Puja!
Sanjay,
Ruma,
Shoumili
& Rimi
Paul***

***With Best
Wishes on
Durga Puja***

***Satyen, Anindita,
Ankit and Ronit
Deogharia***





শারদ শুভেচ্ছা

With Best Wishes on Durga Puja
**Sudipto, Sujata, Sohini &
 Saloni Roy**



শারদ শুভেচ্ছা

With Best Wishes on Durga Puja



*Wishing you a joyous Durga
 Puja filled with divine
 blessings, peace, and
 prosperity*

Annie, Anirban & Ryan (Bhaumik & Ghosh Family)



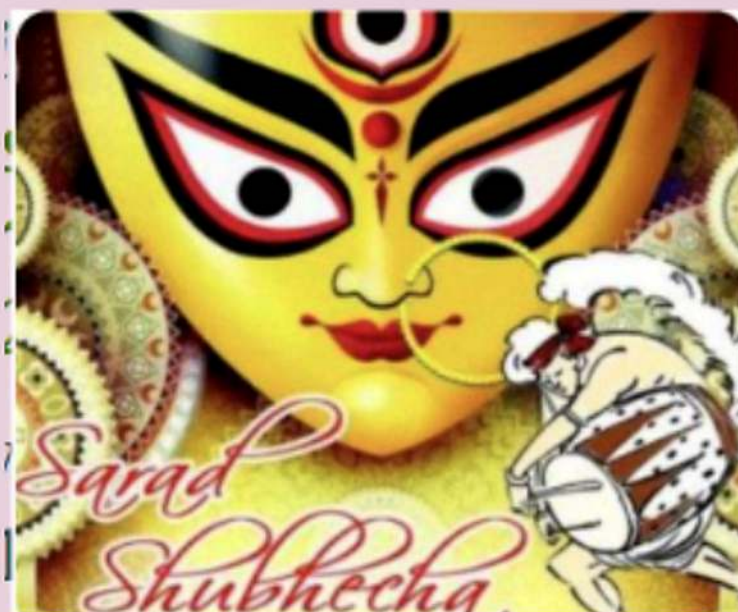


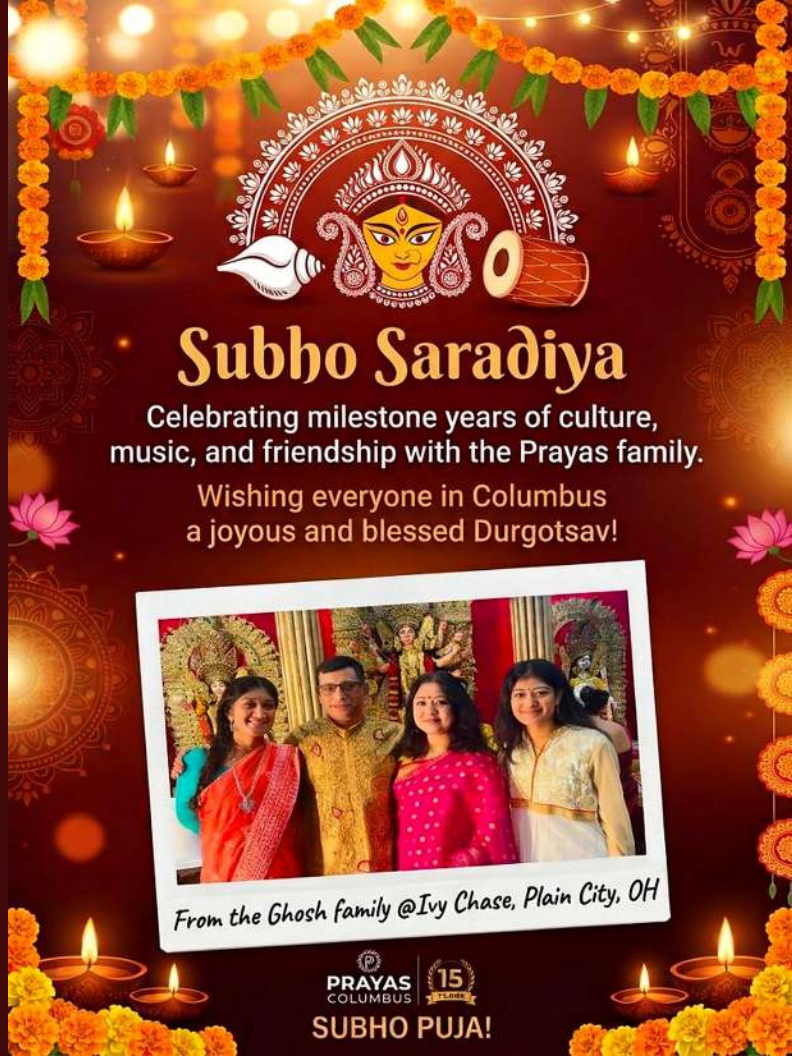
*With Best Wishes on
Durga Puja*

**Asok, Shoma,
Rahul and Riju
Dasgupta**

From

*The
Chakravarty's
(Pia, Sarit,
Josh & Arko)*





শারদীয় শুভেচ্ছা

অভিজিৎ, স্বামী, খেয়া, মাখনবালা ও টটেন্দ্রনারায়ণ

এই শারদীয় উৎসবের শুভ লগ্নে ধ্বনিত হোক :

"একবার গাল ভরা মা ডাকে - মা বলে ডাক, মা বলে ডাক, মা বলে ডাক মা'কে।"



"হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি - স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি -

তোমার চরণপানে নয়ন করি নত - ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।"

বিশ্বমাতার প্রতি প্রণতি সহ: মনীষ, জয়ন্তী, ঋক, তৃষা (আশ্বিন ১৪৩৩)



Sharadīyar Shubhechha

Prabir k. Sen, Anuradha Sen

শারদীয় শুভেচ্ছা

Sharadiya Shubhechha



From the **Kunchala** family to yours
May Maa Durga bless your home
with joy, peace and prosperity.

“প্রায়াস” এর ১৫তম দুর্গা পূজা উপলক্ষে -



সকলকে জানাই শুভ শরদীয়ার প্রিতি এবং আন্তরিক আভিনন্দন।

মা এর আশীর্বাদে সুখ, শান্তি ও ভালবাসায় ভরে উঠুক জীবন।।

শুভম, মাহুয়া ও গৌতম দাশগুপ্ত

Powell, Ohio



❤ In Loving Memory of Mom & Dad

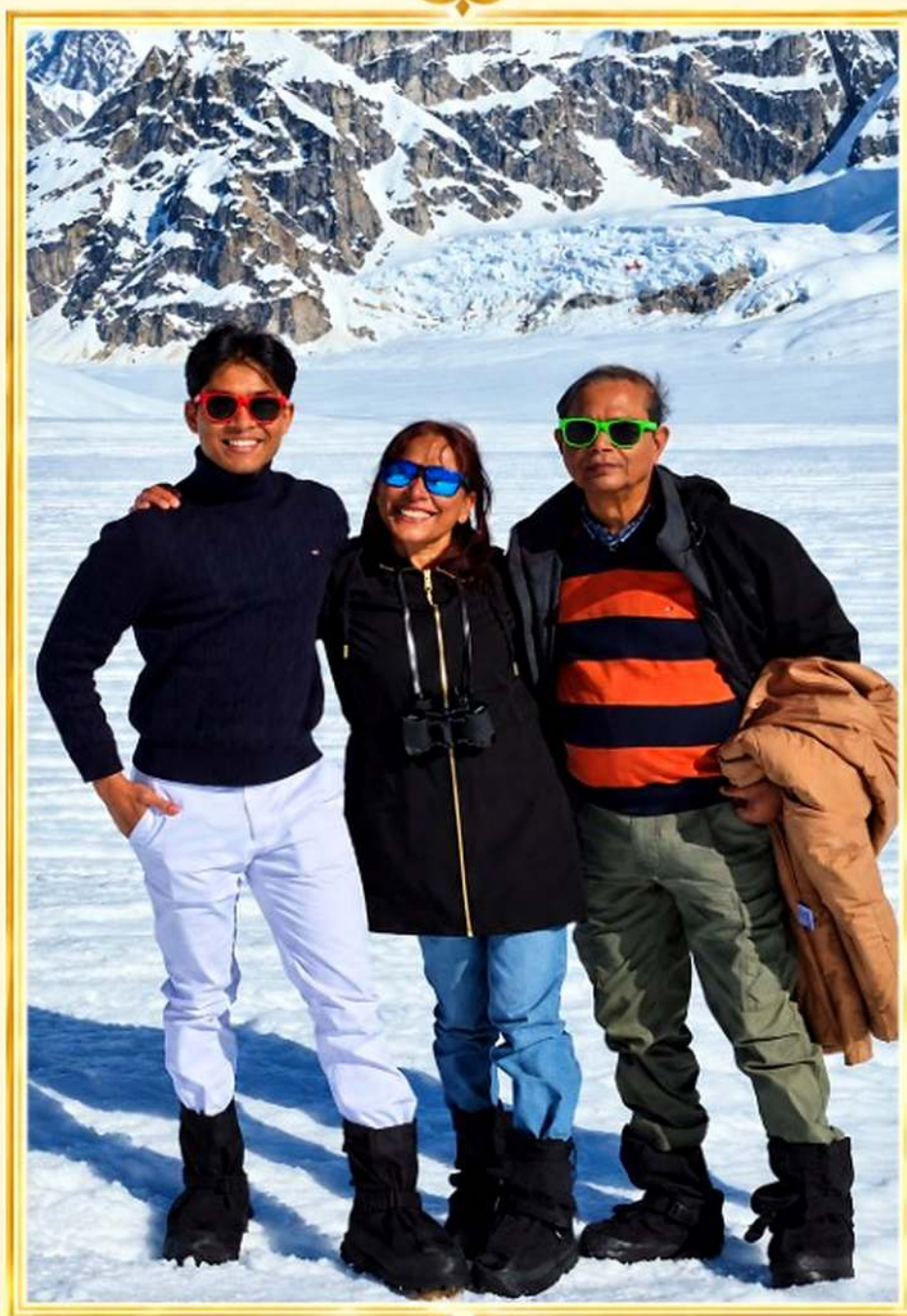
Your love, blessings, and beautiful memories will stay with us forever.

Missed every day, loved forever.

With love,
Manika, Chandan, Bunty & Bobby



শারদীয়া শুভেচ্ছা



আলো, অনুপ ও অনিভ রায়



শারদীয়
শুভেচ্ছা

Sharadiya
Shubhechha



From the **Mitra** family to yours

Wishing you a Puja filled with laughter, love
and cherished moments together.



প্রয়াসের ১৫ বছর পূর্তি

শারদীয়ার শুভেচ্ছা



সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন



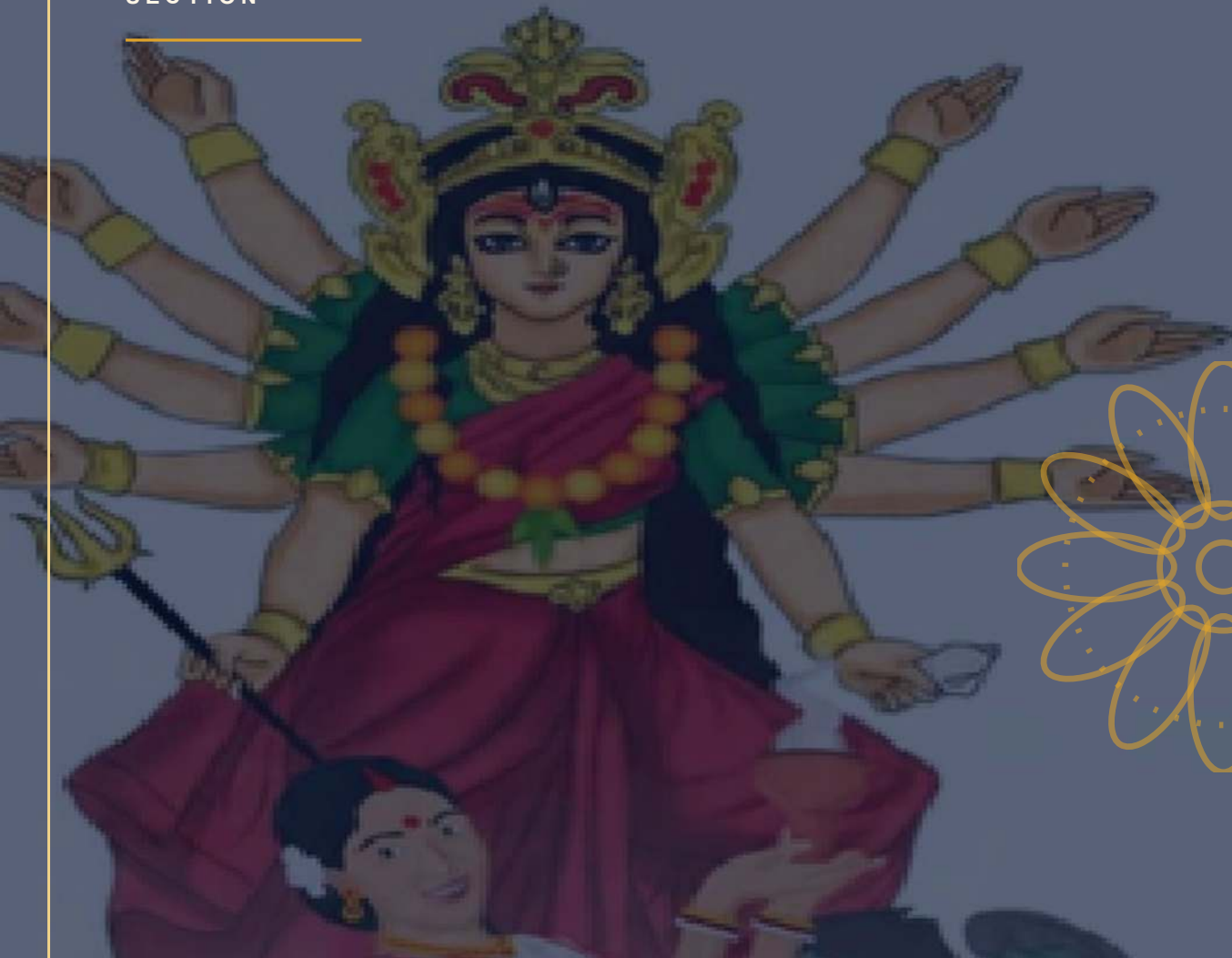
Celebrating 15 years of Prayas, we wish everyone a joyful Sharodiya filled with blessings, happiness, and togetherness.

With warm wishes from Samiksh, Smayan, Sharmila & Santayan



09

SECTION



Corporate Partners

*The businesses whose support carries
this year's celebration.*

PRAYAS • DURGA PUJA 2026





ENHANCE YOUR HOME'S WATER QUALITY

Midwest Water Offers:

- ▶ Water Softeners/Conditioners
- ▶ Reverse Osmosis
- ▶ Whole House Carbon Filtration
- ▶ UV Disinfection



SCAN TO
CALL US
TODAY

Family owned and operated for nearly 30 years!

614-804-9264 • MidwestWaterSystems.com • eric@midwestwatersystems.com



Prayas Columbus Fundraiser with Birdie Brennan Custom Closets



Get your home organized before the year runs out! Mention Prayas Columbus when you schedule during November & December 2026.

**CLOSETS
PANTRY
GARAGE
LAUNDRY
BUILT-INS
+ MORE!**

**AFFORDABLE
LUXURY**

**LIFETIME
WARRANTY
ALL PARTS
& LABOR**

**FAMILY &
LOCALLY
OWNED**

**10% OF SALES
BENEFIT
Prayas
Columbus**



[GetOrganizedColumbus.com](https://www.getorganizedcolumbus.com)



HAPPY DURGA PUJA

Wishing the Prayas Columbus community a joyful celebration filled with happiness, prosperity & togetherness.

SCAN TO MEET
YOUR
PRAYAS REAL ESTATE
PARTNER



PROUD REAL ESTATE PARTNER OF PRAYAS COLUMBUS

Whether you're buying your first home, making a move, building, or investing in Central Ohio, The Carter Group is here to be your real estate resource.



BUY • SELL
BUILD • INVEST

kw CONSULTANTS
KELLERWILLIAMS REALTY

5400 Frantz Rd; STE 100 | Dublin, OH 43016

www.cartergroupcolumbus.com



ENROLLMENTS OPEN

NEW BEGINNER LEVEL KATHAK CLASSES IN DUBLIN, OH

 330-419-3335

 angakalakathak@gmail.com



DUBLIN KATHAK CLASSES (NEW BEGINNER)

ENROLLMENT OPEN



Saturday

12pm to 1pm

Venue -

7122 Celtic Crossing Dr,
Dublin 43016

FOR ALL LEVEL
KIDS AND ADULTS

CONTACT US

GURU ANTARA DATTA



AngaKalaKathakAcademy



angakala_kathak





Whitney

Mediation & Legal Counsel, LLC

MASTER YOUR LEGACY

Thoughtful guidance for
your plans, your relationships,
and your future.

OUR SERVICES

-  Estate Planning: Wills & Trusts
-  Probate & Estate Administration
-  Elder Law
-  Mediation & Dispute Resolution
-  Conflict Management & Negotiation Training
-  Business & Contract Matters

A PERSONAL, PRACTICAL APPROACH

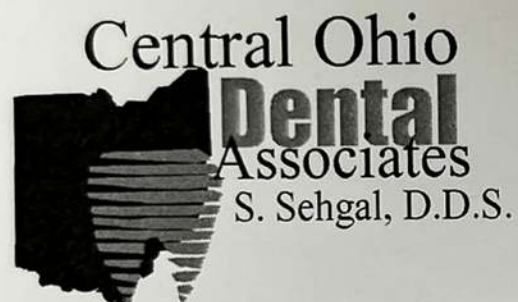
Support for proactive planning,
navigating conflict, and
protecting what matters to you.

CONTACT

-  Denton Whitney
-  (614) 288-3654
-  Denton@DentonWhitney.com
-  Dublin, Ohio
-  DentonWhitney.com

Information is for general informational purposes only and is not legal advice.
Contact the firm to discuss your specific needs.





S. Sehgal D.D.S.

Office hours by appointment.

2374 E. Dublin Granville Rd.
Columbus, Ohio 43229
614.899.0309

4511 Cemetery Road
Hilliard, Ohio 43026
614.534.0236

1709 Brice Road
Reynoldsburg, Ohio 43068
614.522.0024

Central Ohio Dental Associates

Featured Corporate Advertisement



ESTD 2018

Awadh

BY CHEF ANAND

India Restaurant

AUTHENTIC
INDIAN CUISINE

*Crafted with passion.
Served with warmth.*



FROM OUR KITCHEN

Traditional recipes
prepared with
fresh ingredients.



THE DINING EXPERIENCE

A warm and inviting
atmosphere for
family, friends
and memorable
moments.



CATERING & CELEBRATION

Delicious food
for your special
occasions.



HOURS

LUNCH BUFFET
Friday, Saturday, Sunday
11:30 AM – 3 PM

EVERYDAY LUNCH
11:30 AM – 3 PM

DINNER
5 PM – 10 PM



8736 Moreland St,
Powell, OH 43065



740 917 5306



awadhbychefanand.net



LET US CATER YOUR NEXT EVENT!

WWW.LAVASHCAFE.COM





CLOVE
INDIAN BISTRO

Clove Indian Bistro

Buffet

Friday, Saturday, Sunday

11:30 AM – 2:30 PM

Catering

We cater all types of events.

www.cloveindianbistro.com

(614) 389-2527

 **6642 Sawmill Rd, Columbus, OH 43235**

The advertisement features a dark red background with yellow and white text. At the bottom, there is a circular inset image showing a plate of Indian food, including a bowl of yellow rice and red curry, a small bowl of chutney, and a lime wedge. The overall design is clean and professional, with a focus on the restaurant's offerings and contact information.




Bhavani Cash & Carry


INDIAN - ASIAN GROCERY
Phone : 614 - 389 - 3399

DIWALI SALE

15th Oct 2026 to 1st Nov 2026

Snacks & Sweets

	Deep Mathia & Chorafali Fafda \$1.29 200 grams		Karachi Delight Soan Papdi (4 flavors) \$1.99 200 grams
---	--	--	---

Dal & Beans

	Deep Toor Dal \$4.49 4 lbs		Deep Chana Dal \$3.99 4 lbs		Deep Moong Dal \$4.49 4 lbs		Deep Masoor Dal \$3.99 4 lbs		Deep Kala Chana \$3.99 4 lbs
	Deep Urad Gota \$4.99 4 lbs		Deep Moong Whole \$4.49 4 lbs		Deep Sooji Coarse \$3.49 4 lbs		Deep Besan \$4.49 4 lbs		Bansi Dalia Split Roasted \$4.99 2 lbs

Flour, Nuts & Spices

	Deep Maida \$3.49 4 lbs		Deep Rice Flour \$2.99 4 lbs		Deep Cashew Split \$8.99 800 grams		Deep Round Cinnamon \$2.99 200 grams		Deep Green Cardamom \$8.99 200 grams
	Deep Golden Raisin \$6.99 800 grams		Deep Almond \$13.99 3 lbs			Sujata Chakki Atta \$13.99 20 lbs			



Rice & Grains

Deep Extra Long
Grain Basmati Rice



\$10.99
10 lbs

Bhavani Sona
Masoori Rice



\$13.99
20 lbs

Bhavani Idli Rice



\$13.99
20 lbs

Laxmi Sona
Masoori Rice



\$14.99
20 lbs

Laxmi Idli Rice



\$14.99
20 lbs

Laxmi Ponni Boiled
Rice



\$15.99
20 lbs

Laxmi Thick Poha



\$3.99
4 lbs

Laxmi Basmati
Mamra



\$1.99
400 grams

Oils & Ghee

Laxmi Kachi Ghani
Mustard Oil



\$19.99
5 liters

Nandi Chekku Cold
Pressed Peanut Oil



\$27.99
5 liters

Nandi Chekku Cold
Pressed Gingelly Oil



\$29.99
5 liters

Amul Ghee



\$10.99
905 grams

Snacks

Maggi
Masala
Noodles



\$2.99
560 grams

Deep Khakhara



\$1.49
200 grams

Parle-G



\$2.49
799 grams

Krishiv Premium
Peanuts



\$6.49
4 lbs

Tea & Coffee

Wagh
Bakri Tea

\$7.99
2 lbs



Bru Coffee



\$5.99
200 grams

Laxmi Kolhapuri
Jaggery



\$8.99
11 lbs

Pulp, Paste & More

Deep Kesar Mango
Pulp



\$12.99
case

Deep Ginger Garlic
Paste



\$4.49
25.5 oz

Sun Pitted Dates



\$3.49
24 oz

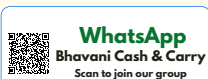
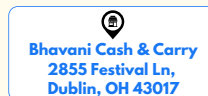
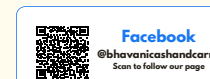
Chaokoh Coconut
Milk



\$1.99
13.5 oz

Follow us on WhatsApp & Facebook

Scan for the latest updates and offers



We are not responsible for any typographical errors. Subject to Availability. No rain check. No Returns. No Exchange. We reserve the right to limit the quantity.



INDIA GROCERS

Your go-to for premium South Asian foods

COLUMBUS

6569 Sawmill Road · Dublin, OH 43017

(614) 798-9331

WEEKLY & WEEKEND VEGGIE SPECIALS

FRESH FINDS • PANTRY FAVORITES • YOUR COMMUNITY MARKET

**INDIA GROCERS**
Your Go-To for all of your Premium South Asian Foods
COLUMBUS

 **6569 SAWMILL ROAD
DUBLIN, OH 43017**

 **(614) 798-9331**

 **OPEN DAILY 10 AM-9 PM**

WEEKLY & WEEKEND VEGGIE SPECIALS

MORE SPECIALS ON THE WAY!

 **FOLLOW US ON FACEBOOK
FOR THE LATEST SPECIALS**

 **6569 SAWMILL ROAD
DUBLIN, OH 43017**

 **(614) 798-9331**

 **OPEN DAILY 10 AM-9 PM**

**DIWALI SALE • THROUGH NOVEMBER 8, 2026**
9/9 • SEE YOU IN STORE!



MORE SPECIALS ON THE WAY!

DIWALI SALE • THROUGH NOVEMBER 8, 2026

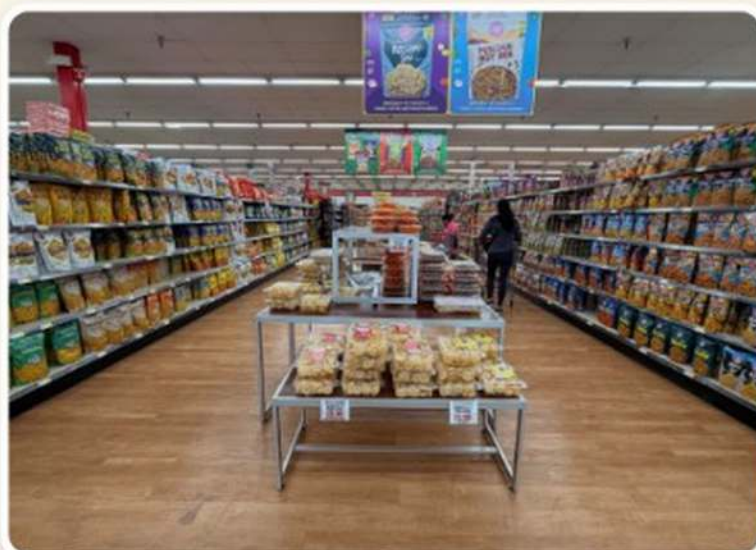
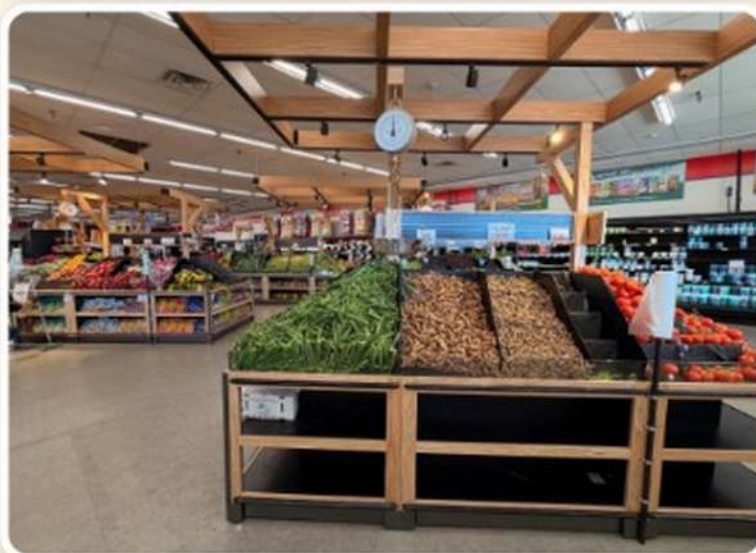
Visit us in store for the latest specials

Open daily 10 AM-9 PM



A LITTLE INDIA, RIGHT HERE IN DUBLIN

SHOP YOUR FAVORITES. DISCOVER SOMETHING NEW.



CELEBRATE FLAVOR & COMMUNITY

From everyday essentials to festive moments, find the tastes and traditions you love at India Grocers.

6569 SAWMILL ROAD · DUBLIN, OH 43017

(614) 798-9331

OPEN DAILY 10 AM-9 PM | FOLLOW US ON FACEBOOK FOR THE LATEST SPECIALS

স্বাগতম

সকলকে জানাই
**শারদীয়ার
শুভেচ্ছা**



শুভ দুর্গোৎসব ২০২৬



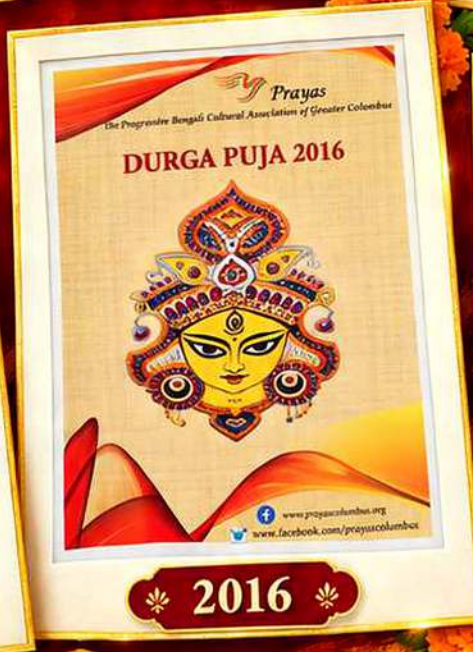
www.prayascolumbus.org

PRAYAS
DURGA PUJA

A Journey Through Our Covers

2012 - 2017

Six chapters from a shared celebration



Celebrating 15 Glorious Years

PRAYAS COLUMBUS

PRAYAS
DURGA PUJA

The Story Continues

2018 - 2025

Carrying the spirit forward



2018



2019



2021



2022



2023



2024



2025

Celebrating 15 Glorious Years

PRAYAS COLUMBUS